Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 06, 1433 Bangla, May 20, 2026, Wednesday, No. 137, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, every village of the country will become a center of socio-economic development through Ansar-VDP. (R. Today: 21)

Tarique Rahman has said, government has plans to establish land service assistance centres in every union of the country in phases. (Jago FM: 20)

Information and Broadcasting Minister has informed that a media policy and a media commission will be formed by next July-August. (BBC: 03)

Directorate General of Health Services has issued instructions to set up separate cabins for treatment of measles and suspected measles patients in all private health institutions in country. (BBC: 09)

High Court has directed Health and Family Welfare Ministry to submit a progress report, detailing measures taken to tackle measles outbreak. (BBC: 09)

Bangladesh and Singapore have discusseed in detail to further expand trade and investment between two countries. (Jago FM: 17)

BGB has retaliated to BSF firing along Sonarhat border area of Sylhet's Gowainghat upazila in Sylhet. (Jago FM: 20)

At least 131 deaths have been reported in an Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo, with World Health Organization declaring the outbreak a public health emergency. (NHK: 11)

Israeli forces have intercepted an aid flotilla bound for Gaza Strip in international waters. (BBC: 09)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ০৬, বাংলা ১৪৩৩, মে ২০, ২০২৬, বুধবার, নং- ১৩৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আনসার-ভিডিপির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (রে. টুডে: ২১)

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। (জাগো এফএম: ২০)

জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে একটি গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন এবং কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। (বিবিসি: ০৩)

হামের প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকায় দেশের সব বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের চিকিৎসার জন্য আলাদা কেবিন রাখার নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। (বিবিসি: ০৯)

হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। (বিবিসি: ০৯)

বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে বিস্তারিত আলোচনা। (জাগো এফএম: ১৭)

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সোনারহাট সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের গুলির জবাবে পাল্টা গুলি করেছে বিজিবি। (জাগো এফএম: ২০)

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ইবোলা মহামারিতে অন্তত ১৩১ জনের মৃত্যু, এই প্রাদুর্ভাবকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা। (এনএইচকে: ১১)

গাজা উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া একটি ত্রাণবাহী বহর আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। (বিবিসি: ০৯)

বিবিসি

পল্লবীতে শিশু রামিসা হত্যার ঘটনায় দুইজন আটক

ঢাকার পল্লবীতে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী রামিসা আক্তারকে হত্যার ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে মামলার প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানাকে গ্রেফতার করা হয়। পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান বাছির বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, শিশু রামিসা হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এবং তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সোহেল রানা এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশ বলছে, এই ঘটনার পর থেকেই আত্মগোপনে ছিলেন অভিযুক্ত সোহেল। অভিযান চালিয়ে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

জুলাই-আগস্টের মধ্যেই আসছে গণমাধ্যম নীতিমালা : তথ্যমন্ত্রী

জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে বাংলাদেশে একটি গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন এবং কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। মঙ্গলবার তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. ইয়াসীন উপস্থিত ছিলেন। ব্রিফিংয়ে সংবাদপত্রের ওয়েজবোর্ড ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, "সাংবাদিকদের সঠিক সময়ে বেতন নিশ্চিত করা এবং অপেশাদার আচরণ থেকে তাদের সুরক্ষা দেওয়া যেমন সরকারের দায়িত্ব, ঠিক তেমনি সংবাদপত্রের মালিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করাও আমাদের কাজের অংশ।" সাংবাদিক ও মালিকপক্ষের মধ্যকার বিরোধ মেটাতে একটি সুনির্দিষ্ট ও গোছালো আইনি কাঠামো তৈরিতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রচলিত আইনে মিথ্যা মামলার পাশাপাশি অপসাংবাদিকতা এবং এর মাধ্যমে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা বা অপরাধের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারা না থাকায়, ভুক্তভোগীরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে ভিন্ন আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে প্রস্তাবিত নতুন গণমাধ্যম কমিশন গঠিত হলে এই আইনি সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে। অপসাংবাদিকতার মাধ্যমে যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, তাদেরকেও এই কমিশনের মাধ্যমে আইনি কাঠামোর আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

নতুন পে-স্কেলে জুলাই থেকে কি বাড়ছে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন?

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো বা নবম পে-স্কেল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। জুলাইতে শুরু হতে যাওয়া নতুন অর্থবছর থেকেই সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির আভাস দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। তবে কী হারে বা কতটা বাড়ছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীও বলেছেন যে, আগামী বাজেটে নতুন বেতন কাঠামো বা নবম পে-স্কেল বাস্তবায়ন হবে। কীভাবে সেটি হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকার চাচ্ছে, আগামী তিন বছরে এই বেতন কাঠামোকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবীরা শুরু থেকেই নতুন বেতন কাঠামো আশা করছেন। বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সর্বশেষ বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৫ সালে।

জুলাই থেকে বেতন বাড়বে, তবে 'তিন ধাপে'

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সচিবালয়ে আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত দু'টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনির নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশই আমলে নিচ্ছে বর্তমান সরকার। কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, তিন অর্থবছরে তিন ধাপে নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করা। প্রথম দুই অর্থবছরে দেওয়া হবে ৫০ শতাংশ করে মূল বেতন। আর তৃতীয় অর্থবছরে দেওয়া হবে ভাতা। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এতে নীতিগত সম্মতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আগামী বাজেটেই নতুন বেতনকাঠামো নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন হবে।" "তবে বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, এ নিয়ে কথাবার্তা চলছে," বলে জানান অর্থমন্ত্রী। সরকার কি এই নবম পে-স্কেল এবারের বাজেটেই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে, নাকি ধাপে ধাপে করবে? জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, "(বাস্তবায়ন) এ বাজেটে শুরু হবে।" আর শেষ পর্যন্ত সরকার মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী-ই এই পে-স্কেল বাস্তবায়ন করবে, নাকি করবে না, সে নিয়েও আলোচনা চলছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

অন্তর্বর্তী সরকারের বেতন কমিশনের সুপারিশে যা ছিল

২০২৫ সালের জুলাইয়ে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো তৈরির জন্য সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খানের নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের বেতন কমিশন গঠন করা হয়। ওই কমিশন গত ২১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার কাছে এ সংক্রান্ত

প্রতিবেদন জমা দেয়। সে সময় কমিশন প্রধান জাকির আহমেদ খান বলেন, "গত এক দশকে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থনীতির প্রায় সকল সূচকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়োপযোগী ও যথাযথ বেতন কাঠামো নির্ধারণ না হওয়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছে।" সেই কমিশন তখন সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০টি স্কেলে বেতন সুপারিশ করে। সর্বনিম্ন বেতন স্কেল ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করার এবং সর্বোচ্চ বেতন স্কেল ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করা হয়। কমিশন প্রধান তখন জানান, প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে আরো এক লাখ ছয় হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৪ লাখ সরকারি কর্মচারী এবং ৯ লাখ পেনশনভোগীর জন্য সরকারের ব্যয় হচ্ছে ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা।

বেতন কত শতাংশ বাড়বে?

বেতন বাড়ানোর যে পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, সেটি বাস্তবায়ন হলে একজন সরকারি কর্মকর্তা আগামী জুলাই মাস থেকে তার মূল বেতনের অর্ধেক পরিমাণ বাড়তি টাকা পাবেন। যেমন, কারও মূল বেতন যদি হয় ৫০ হাজার টাকা, তাহলে তিনি জুলাই মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ৭৫ হাজার টাকা বেতন পাবেন। পরের বছর থেকে পাবেন এক লাখ। এই দুই বছর তিনি তার বাকি ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা আগের মতোই পাবেন। এরপর তৃতীয় বছরের জুলাই মাসে গিয়ে ওই সরকারি কর্মকর্তা বাড়তি যোগ হওয়া মূল বেতনের পাশাপাশি নতুন বেতনকাঠামো অনুসারে বাড়িভাড়াসহ অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা পেতে শুরু করবেন। অন্যান্য ভাতা ও সুবিধার মাঝে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, এমনকি শিক্ষা ভাতাও রয়েছে। পাশাপাশি, নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী পেনশন সুবিধাও বাড়ানো হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ের কমিশনের প্রতিবেদনেও সুপারিশ করা হয়েছে, কোনো কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে, তাকে দুই হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত ছিল যে, সকল ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ দু'জন সন্তান এই সুবিধা পাবে। এতে আরও বলা হয়েছে, ১১তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য প্রচলিত মাসিক টিফিন ভাতা ২০০ টাকার স্থলে এক হাজার টাকা করা যেতে পারে। তবে ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাস পর নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়নে গত ২৩ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি তিন ধাপে বেতনকাঠামো বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। কিন্তু বেতন কত শতাংশ বাড়বে, কী হারে বাড়বে, কমিশনের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো অনুসরণ করা হবে, নাকি সেখানে পরিবর্তন আনা হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে বেতন কাঠামো বাড়বে এবং জুলাই থেকেই সেটি কার্যকর হবে বলে সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন। মূল বেতন বাড়ার ফলে বাড়িভাড়া ও ভাতার অঙ্কও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে।

যেমন, সরকারি চাকরিজীবীরা এত দিন মূল বেতনের ২০ শতাংশ বৈশাখি ভাতা পেয়ে আসছিলেন। এ হার বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এত দিন ১১তম থেকে ২০তম ধাপের চাকরিজীবীদের জন্য যাতায়াত ভাতা ছিল। এ যাতায়াত ভাতা নতুন বেতন কমিশন ১০ম থেকে ২০তম ধাপ পর্যন্ত দেওয়ার সুপারিশ করেছে। সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, বেতন-ভাতা কত ধাপে বাড়ানো হবে, তা তাদের দেওয়া সুপারিশে ছিল না। "সম্পদ, সীমাবদ্ধতা থেকে শুরু করে সবকিছু বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নিবে এ বিষয়ে। সরকার বিবেচনা করে দেখে যে, কখন দেওয়া যাবে, কীভাবে দেওয়া যাবে, কত শতাংশ দিবে...এর সাথে কমিশনের কোনো সম্পর্ক নাই," তিনি বলেন।

সরকারি চাকরিজীবীরা কী বলছেন

সরকারি চাকরিজীবীদের বড়ো একটি অংশ মনে করছেন, দীর্ঘদিন পর নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন হলে তা তাদের জীবনযাত্রায় কিছুটা স্বস্তি আনবে। তবে, তাদের অনেকেই চান, এই পে-স্কেল তিন ধাপে নয়, এক ধাপে বাস্তবায়ন করা হোক। বর্তমানে যশোরে কর্মরত বাংলাদেশের এক সরকারি কর্মকর্তা মো. কাউসার আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "সরকার চিন্তা করছে যে এই পে-স্কেলে শতভাগ বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু এই বছর পাবে মূল বেতনের অর্ধেক, পরের বছরে বাকি অর্ধেক, এর পরের বছর পাবে ভাতার বর্ধিতাংশ। এভাবে বাড়ালে এক প্রকার ক্ষতি আমাদের। কারণ এই বছর যে ইনফ্ল্যাশন হয়েছে (পণ্যের ও সেবার দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়া), সামনের বছর এটা একই থাকবে, তা তো না। সেক্ষেত্রে এই বছরের ১০০ শতাংশ আগামী বছর হয়ত ৮০ শতাংশে নেমে আসব।"

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর আগে অষ্টম পে-স্কেল দেওয়া হয়েছিল ২০১৫ সালে। সেই সময়ে সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছিল এবং সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিল করে নতুন নিয়মে ইনক্রিমেন্ট চালু করা হয়েছিল। মাঝে এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে এবং এই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম, চিকিৎসা খরচ, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাড়া কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অষ্টম পে-স্কেল প্রসঙ্গেই মি. আহমেদ আক্ষেপ নিয়ে বলেন, "এই ১১ বছরে টাকার মূল্য কমতে কমতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে...২০১৫ সালে যে বাসা ১০ হাজার টাকায় ভাড়া পাওয়া যেত, এই ২০২৬ সালে সেই বাসা ২৫ হাজার টাকাতেও ভাড়া পাচ্ছে না। বেতন তো একই রয়েছে। প্রতিবছর যে পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, তা আহামরি ধর্তব্য কিছু না।"

'গণকর্মচারীরা তিন ধাপে চাইবে না'

নবম পে-স্কেল নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত ও সরকারি চাকরিজীবীদের দাবি নিয়ে বিবিসি বাংলা'র সাথে কথা হয় সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানের সাথে। তিনি বলছিলেন, এমন কোনো লিখিত বা অলিখিত নিয়ম নেই যে, পাঁচ বছর বা ১০ বছর পর পর পে-স্কেল দিতে হবে। সেজন্যই স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত মাত্র আটটি পে-স্কেল হয়েছে। কিন্তু, "অষ্টম পে-স্কেলের সময় সরকারের কাছে দাবি করেছিলাম, আমরা যে বারবার পে স্কেল বদলানোর দরকার নাই। এর থেকে বরং যেটা ইনফ্ল্যাশন হবে, সেটির সাথে পে এডজাস্ট করে ফেলেন প্রতিবছর। সরকার তার সাথে একমত হয়। কিন্তু ইনফ্ল্যাশনের সাথে এডজাস্ট না করে তারা পাঁচ শতাংশ বাড়িয়েছে। যার কারণে ইনফ্ল্যাশন যতটুকু হয়েছে, তার চেয়ে বেতন কম বেড়েছে। তাই, এখন পে-স্কেলের মাধ্যমে বেতন বাড়ানোর জন্য এবার আন্দোলন হলো।" "কোনো সুপারিশ-ই কখনই শতভাগ বাস্তবায়িত হয় না। তাই, অন্তর্বর্তী সরকার যে সুপারিশ দিয়ে গেছে, সেটিও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে না হয়ত। কিন্তু গণকর্মচারীরা চাইবেন, সুপারিশের যতটুকু বাস্তবায়িত করবেন, একবারে করেন। তারা তিন ধাপে চাইবে না।" কারণ "তিন বছর পরে বাড়ালে আবার এক ভেজাল...সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতি করেন, ঘুস খান...আমরা এরকম অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু যারা খান না, অধিকাংশ মানুষ দুর্নীতি করার সুযোগও পান না, তাদের জন্য তো এটা বাস্তবতা যে, তাদেরকে রাষ্ট্র-জনগণ যে বেতন ভাতা এখন দিচ্ছে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট না। তাই, তারা এটা একবারেই চাইবে।" তবে এটিও ঠিক যে পুরো পে-স্কেল একবারে বাস্তবায়ন করলে সরকারের ওপর বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। এজন্য ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের চিন্তা করা হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের এখন কী অবস্থা?

কার্যক্রম শুরুর মাত্র তিন বছর না পেরোতেই অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে 'সর্বজনীন পেনশন' কার্যক্রম। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসছে। সাত কোটি গ্রাহকের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে এখন পর্যন্ত নিবন্ধনকারীর সংখ্যা চার লাখেরও কম। শুরু থেকেই আস্থাহীনতা, বিতর্ক এবং নানা গোষ্ঠীর আপত্তির কারণে বাধার মুখে পড়া এই উদ্যোগ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চূড়ান্ত সংকটে রয়েছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই কর্মসূচি থাকবে কিনা, জমা হওয়া অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে কিনা- এমন নানা অনিশ্চয়তার কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছায়নি নিবন্ধনকারীর সংখ্যা। এমনকি দীর্ঘদিন ধরে অর্থ জমা দেওয়াও বন্ধ রেখেছেন পুরোনো নিবন্ধনকারীদের অনেকে। শুরুর দিকে এই কর্মসূচিতে যুক্ত হলেও এক পর্যায়ে মাসিক কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেন বেসরকারি চাকরিজীবী মাজহারুল ইসলাম। "ব্যাংকের দুর্দশার গল্প প্রতিদিন শুনি, সব টাকা নাকি গায়েব- ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুরুতে যুক্ত হয়েছিলাম কিন্তু রাজনীতি নিয়ে যত নাটকীয়তা শুরু হলো, তাতে আর ভরসা পাইনি," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। তার মতো অনেকেই পেনশন স্কিমে অর্থ জমা দেওয়া আপাতত বন্ধ রেখেছেন। তবে শঙ্কা নিয়েও কিস্তি চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন কেউ কেউ। "একদম শুরু থেকে মাসিক টাকা জমা দিচ্ছি, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হইনি। সরকার পরিবর্তনের পর কী হবে, এটা নিয়ে একটু উৎকণ্ঠা ছিল। এই সরকার কার্যক্রমটি চালিয়ে নেবে, আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই," বলেন বেসরকারি চাকরিজীবী আরেফিন শাকিল। সম্প্রতি এই কার্যক্রম নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক বার্তা এসেছে। যদিও অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকরা বলছেন, সাধারণ গ্রাহকদের আস্থা ফেরাতে না পারলে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

পেনশন কার্যক্রমের বর্তমান পরিস্থিতি

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালের আগস্টে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম যখন শুরু হয়, তখন এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে কর্মরতদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল সরকারের এই কর্মসূচি। তবে অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক লেনদেনের নানা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না পাওয়ায় এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ কখনই দেখা যায়নি। এক পর্যায়ে সরকারি চাকরিজীবীদের যোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রেখে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে একটি স্কিম চালু করার পর, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতেও দেখা গেছে অনেককে। ওই সময় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কর্মবিরতিও ঘোষণা করেছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় এই কার্যক্রম সচল থাকলেও এর অগ্রগতি ছিল সামান্যই। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৫৪৫ জন এই কার্যক্রমে নিবন্ধন করেছেন। এই সময়ে প্রায় ২৫৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা সর্বজনীন পেনশন ফান্ডে জমা হয়েছে। আর লভ্যাংশসহ মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২৭৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে নেওয়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকল্পনা আসলে কতটা এগিয়েছে, এই সংখ্যায় তার ইঙ্গিত দেয়। এমন প্রেক্ষাপটে, নতুন সরকার এই কার্যক্রম এগিয়ে নেবে কিনা- এমন প্রশ্নই ঘুরেফিরে সামনে আসছে। সম্প্রতি, এ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে সরকার। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে এই কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ও জনপ্রিয় করে তুলতে সব ধরনের কার্যক্রম হাতে নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য শেখ কামরুল হাসান

বলছেন, দেশের ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার তাগিদ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। "২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অন্তত চার কোটি পরিবারের অন্তত একজন করে সদস্যকে এই পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে," বলে বিবিসি বাংলাকে জানান মি. হাসান। এছাড়া, নতুন পেনশন স্কিম চালু, নমিনিদের জন্য আজীবন পেনশনের ব্যবস্থা এবং সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মীদের এই কর্মসূচির আওতায় আনার বিষয়েও আলোচনা চলছে বলে জানান তিনি।

ঋণ নিচ্ছে পেনশন কর্তৃপক্ষ

সর্বজনীন পেনশন নিয়ে নানা আলোচনার মধ্যেই সম্প্রতি এই কার্যক্রম চাঙ্গা করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি-এর কাছ থেকে ১০ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ হাজার ২২৭ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত বেশ কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পেনশন ব্যবস্থার প্রশাসনিক আধুনিকায়ন, আইটি অবকাঠামো শক্তিশালী করা এবং এই বিশাল তহবিল পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যেই এই অর্থ ব্যয় হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য শেখ কামরুল হাসান বলছেন, অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও সেবার পরিধি বাড়াতে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। এছাড়া, এই ফান্ডে জমা হওয়া অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরামর্শক নিয়োগ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে চায় পেনশন কর্তৃপক্ষ। "আমাদের কিছু বিষয়ে কনসালটেন্ট দরকার, আমরা এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ডে বিনিয়োগ করছি কিন্তু একমাত্র বন্ডে বিনিয়োগ করাই তো লাভজনক নয়। এই বিষয়গুলোও একজন ভালো কনসালটেন্টের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো, এখানেও অর্থ প্রয়োজন," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হাসান। তবে এই ঋণ কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন বা প্রচারণায় ব্যয় করা হলে সেটি দীর্ঘমেয়াদে বোঝা হতে পারে বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। তারা বলছেন, ভারত এবং চীনের মতো বিশ্বের অনেক দেশই পেনশন কার্যক্রমে বিদেশি সহায়তা নিয়ে পেনশন ফান্ড ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

আস্থা ফেরানোই মূল চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সি মানুষের সংখ্যা ১১ কোটিরও বেশি। এই মানুষগুলোই মূলত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। বিশাল এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে পেনশন কার্যক্রমের চারটি স্কিমের আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম। যেখানে আস্থার সংকটই শুরু থেকে মূল সমস্যা হিসেবে সামনে আসছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের সফলতা এবং ব্যর্থতার বিষয়টি সাধারণ মানুষের আস্থার ওপরই নির্ভর করছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী অধ্যাপক মো. তৌহিদুল হক। তিনি বলছেন, রাষ্ট্র যদি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে, তবেই এই কর্মসূচি হিসেবে সফল হবে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতিমালা থাকাও জরুরি বলে মনে করেন মি. হক। "পেনশন ফান্ডের টাকা কি সরকার তার বাজেট ঘাটতি মেটাতে খরচ করবে, নাকি লাভজনক কোনো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না থাকলে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ফলাফল একই হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যে প্রশ্ন বা উদ্বেগ রয়েছে সেটি ঠিক করার পরামর্শ সিপিডি এর সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানের। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছেন, "অতীতে সব কিছু যেভাবে দলীয়করণের মধ্যে চলে গিয়েছিল, তখন এটা যে একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং টিকে থাকবে- সেটার ওপরই মানুষের বিশ্বাস ছিল না।" মি. রহমান বলছেন, সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম সফল করতে হলে বিনিয়োগ, অর্থ লেনদেনসহ সব ক্ষেত্রে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। "মানুষ টাকা রেখে ফেরত পাবেন, এই নিশ্চয়তা জরুরি। পেনশন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে যারা থাকবে, তাদের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের কাজ করার স্বাধীনতা- এগুলো এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ," বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

জলাতঙ্ক হলে কি মৃত্যু অনিবার্য, করণীয় কী?

বাংলাদেশে জলাতঙ্কে মৃত্যুহার আগের তুলনায় কমলেও ঝুঁকি পুরোপুরি কাটেনি। প্রতি বছর এখনো লাখ লাখ মানুষ কুকুর-বিড়ালের মতো প্রাণীর কামড়ের শিকার হচ্ছেন, আর অবহেলার কারণে বছরে প্রায় অর্ধশত মানুষ এই রোগে মৃত্যুর মুখে পড়ছেন। ভাইরাসজনিত রোগ জলাতঙ্ক, ইংলিশে র‍্যাবিস, মূলত সংক্রমিত প্রাণীর লালা থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এক সময় কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক বেশি হলেও, বর্তমানে বিড়ালসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর কামড় থেকেও সংক্রমণের ঘটনা বাড়ছে। প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকে স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, এই রোগের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হলো, একবার লক্ষণ প্রকাশ হয়ে গেলে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। কারণ লক্ষণ প্রকাশের পর এর কোনো চিকিৎসা নেই বললেই চলে। তবে আশার কথা হলো, সঠিক সময়ে ক্ষত পরিষ্কার করা, দ্রুত টিকা নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই প্রতিবেদনে জলাতঙ্কের লক্ষণ, প্রতিকার, প্রতিরোধের বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো।

প্রতিবছর যত মানুষ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়

ভাইরাসজনিত রোগ জলাতঙ্ক মূলত প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (সিডিসি) তথ্য অনুযায়ী, সেখানে যে-সব প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জলাতঙ্ক পাওয়া যায় সেগুলো হলো- বাদুড়, স্কাঙ্ক, র‍্যাকুন ও শিয়াল। প্রতি বছর সম্ভাব্য সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে সেখানে প্রায় এক লাখ মানুষ জলাতঙ্কের টিকা নেন। তবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মূলত কুকুর ও বিড়ালের কামড় ও আঁচড় থেকে এটি ছড়ায়। এছাড়া, বেজি ও শিয়ালের থেকেও জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে। গত বছর বাংলাদেশে প্রায় সাত থেকে আট লাখ মানুষ প্রাণীর কামড়ের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে কামড় দেয় বিড়াল, আর ৩৫-৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে কুকুর।

লক্ষণ দেখা দিলেই মৃত্যু প্রায় অনিবার্য

বাংলাদেশে এক সময় জলাতঙ্কে বছরে গড়ে প্রায় দুই হাজার মানুষ আক্রান্ত হতো। এখন তা কমে বছরে প্রায় ৫০ জনে নেমে এসেছে, বলছিলেন সিডিসি'র ডা. মো. হালিমুর রশিদ। তিনি এও জানান, ২০২৪-২৫ সালে যেখানে পাঁচ থেকে ছয় লাখ ডোজ টিকার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে এ বছর তা বেড়ে প্রায় ১২ লাখে পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মানুষ সাধারণত সরাসরি এই রোগে আক্রান্ত হয় না। সংক্রমিত প্রাণী না কামড়ালে বা না আঁচড়ালে মানুষের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই, বলছিলেন ডা. মুশতাক হোসেন। আক্রান্ত প্রাণী কামড় বা আঁচড় দিলেই ভাইরাসটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। অনেক সময় খোলা ক্ষত স্থানে বা চোখ-মুখের ঝিল্লিতে লালা লাগলেও সংক্রমণ হতে পারে। ভাইরাসটি শরীরে ঢোকার পর ধীরে ধীরে তা স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষণ শুরুর আগে চিকিৎসা না নিলে মস্তিষ্কজনিত সমস্যা তৈরি হয়, যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি'র তথ্য বলছে, সংক্রমণ থেকে লক্ষণ প্রকাশ পর্যন্ত যে সময় লাগে, তাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলা হয়। এটি কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। এই সময়টাতে সাধারণত কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে একবার লক্ষণ শুরু হলে এই রোগ প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। জলাতঙ্কের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাধারণত ফ্লুর মতো হয়। যেমন- দুর্বলতা বা অস্বস্তি, জ্বর, মাথাব্যথা। কামড়ের স্থানে ব্যথা, ঝিনঝিনে অনুভূতি বা চুলকানিও হতে পারে। সাধারণত প্রথম লক্ষণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই রোগটি গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন আচরণগত পরিবর্তন, যেমন- উদ্বেগ, বিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও হ্যালুসিনেশন দেখা দিতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে তীব্র তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও পানি দেখলে ভয় লাগে। অতিরিক্ত লালা পড়া এবং আক্রমণাত্মক আচরণ, যেমন- ছটফট করা বা কামড়ানোর প্রবণতাও দেখা যায়। কারও আবার বাতাসের ভয়ও তৈরি হয়, কারও ক্ষেত্রে খিঁচুনি বা প্যারালাইসিস দেখা দেয়।

কামড়ের পর করণীয় ও চিকিৎসা

লক্ষণ প্রকাশের পর জলাতঙ্কের চিকিৎসা খুবই সীমিত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। তাই এটিকে প্রায় অবধারিতভাবে মারাত্মক রোগ হিসেবে ধরা হয়। আর এই কারণেই জলাতঙ্ককে প্রতিরোধযোগ্য হলেও অত্যন্ত বিপজ্জনক রোগ বলা হয়। সে কারণে, "কোনো প্রাণী কাউকে আক্রমণ করলে দেরি না করে সাথে সাথে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল বা এই বিষয়ক চিকিৎসকের শরণাপন্ন" হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. হোসেন। তবে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে আক্রমণের পর দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "সাথে সাথে ক্ষত স্থান অ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান দিয়ে ধুলেও হবে। তা না থাকলে শুধু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর দ্রুত ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব না হলে টেলিফোন করে হেল্পলাইনেও সাহায্য নিতে পারে।" "কারণ জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশন ফার্মেসিতে পাওয়া যায়, তখন হয়ত ডাক্তার বলে দেবে যে, আপনি ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে তারপর আমার কাছে আসেন," বলছিলেন ডা. মুশতাক হোসেন। সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, যদি কারও জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। এই চিকিৎসাকে বলা হয় পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস (পিইপি)। এতে ক্ষত পরিষ্কার করা, হিউম্যান র‍্যাবিস ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া এবং চার বা পাঁচ ডোজের টিকা দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। সম্ভাব্য সংক্রমণের পর যত দ্রুত সম্ভব এই চিকিৎসা শুরু করতে হয়। সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া হলে এটি প্রায় শতভাগ কার্যকরভাবে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর আর টিকা নেন না, যা বড়ো ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রতিরোধ ও টিকা

জলাতঙ্ক প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সচেতনতা ও টিকাদান। পোষা প্রাণীকে নিয়মিত টিকা দেওয়া এবং রাস্তার কুকুর নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সিডিসি'র তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কারণে জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরের সংখ্যা খুবই কম। তবে বিশ্বব্যাপী চিত্র ভিন্ন। প্রতি বছর জলাতঙ্কে আনুমানিক ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যুর মধ্যে ৯৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে দায়ী গৃহপালিত কুকুর। এদিকে, যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এনএইচএস-ও বলছে যে জলাতঙ্ক সারা বিশ্বেই পাওয়া গেলেও যুক্তরাজ্যে এটি খুবই বিরল। সেখানে শুধু কিছু বাদুড়ের মধ্যেই জলাতঙ্ক পাওয়া যায়। তবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অঞ্চলে জলাতঙ্ক বেশি দেখা যায়। এসব অঞ্চলে কুকুর, বাদুড়, র‍্যাকুন ও শিয়ালের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। যুক্তরাজ্যে সাধারণত শুধু কিছু বাদুড়ের মধ্যেই জলাতঙ্ক পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ডা. মুশতাক আহমেদ বলছিলেন,

"ইউরোপ-আমেরিকায় পোষা প্রাণী মানেই মালিকানাধীন প্রাণী। গলায় পরিচয় থাকে। ওরা ভ্যাকসিন দিয়ে রাখে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকার মতো অঞ্চলে প্রাণীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নাই। পোষা প্রাণীর ক্ষেত্রেও না।" যারা জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে বেশি যেমন, পশু চিকিৎসক, প্রাণী নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তি বা যাদের প্রাণীর সংস্পর্শে বেশি থাকতে হয়, তাদের বাড়তি সুরক্ষার জন্য আগে থেকেই (প্রি-এক্সপোজার) টিকা নেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। শিশুদের শেখাতে হবে, যাতে তারা অপরিচিত প্রাণীর কাছাকাছি না যায় বা উসকানি না দেয়। এদিকে, র‌্যাবিসের টিকার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। যেমন, জ্বর, ব্যথা ইত্যাদি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে ১১ জনের মৃত্যু

হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এছাড়া সোমবার সকাল আটটা থেকে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে এক হাজার ৩৩৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টায় হাম রোগে সবচেয়ে বেশি তিনজন করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ঢাকা ও সিলেট বিভাগে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে সন্দেহজনক হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৯৮ জন এবং নিশ্চিত হাম রোগে মৃত্যু হয়েছে ৭৭ জনের। অর্থাৎ সব মিলিয়ে হাম এবং হামের উপসর্গ নিয়ে গত ১৫ই মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশে মোট ৪৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৮৬ জন। আর এই সময়ে নিশ্চিত হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সাত হাজার ৯২৯ জন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

গাজাগামী ত্রাণবাহী বহর সাইপ্রাসের কাছে আটকে দিল ইসরায়েলি বাহিনী

গাজা উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ৫০টিরও বেশি নৌকার একটি ত্রাণবাহী বহর আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। সাইপ্রাসের পশ্চিমাঞ্চলীয় জলসীমায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনপন্থি আন্তর্জাতিক অ্যাক্টিভিস্টরা। 'গ্লোবাল ফ্লিট কোয়ালিশন' এক বিবৃতিতে জানায়, গাজা উপকূল থেকে প্রায় ৪৬০ কিলোমিটার দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ইসরায়েলি কমান্ডোরা তাদের এই নৌবহরে আকস্মিক অভিযান চালায়। ইসরায়েলের এই পদক্ষেপকে তারা "উন্মুক্ত জলসীমায় একটি অবৈধ অনুপ্রবেশ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। বহর থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিওতেও ইসরায়েলি কমান্ডোদের বেশ কয়েকটি নৌকায় চড়াও হতে দেখা গেছে। এদিকে, এই অভিযানের পক্ষে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, "গাজায় হামাস সন্ত্রাসীদের ওপর আমরা যে অবরোধ আরোপ করেছি, তা ভেঙে দেওয়ার একটি ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা এই অভিযানের মাধ্যমে সফলভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

'র‌্যাব আগের মতো করে থাকছে না'- প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

র‌্যাব আগের মতো করে থাকছে না, এই বাহিনীর জন্য পৃথক একটি আইন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান। মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান। তিনি বলেন, "এতদিন পর্যন্ত র‌্যাব আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটা অপশনের অধীনে কাজ করছিল। সো একটা পূর্ণাঙ্গ আইন হচ্ছে, যে আইনের মধ্যে র‌্যাবের সবকিছু অনেক বেশি ওয়েল ডিফাইনড থাকবে।" "র‌্যাব বিলুপ্তির যে দাবি বিএনপি করেছিল, এক অর্থে, আবারও বলছি, এক অর্থে সেইভাবে র‌্যাব থাকছে না এবং নামও সম্ভবত পাল্টে যাচ্ছে। সম্ভবত বলছি কারণ এ ধরনের অপশন গতকাল মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন এবং উনি সেটাও জানিয়েছেন যে, এই আইনটা করার জন্য তিনি অ্যাক্টিভলি কাজ করছেন," বলেও জানান ডা. জাহেদ উপর রহমান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

'চিকেন্স নেকের' কাছে মহাসড়কের দায়িত্ব এখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে

ভারতের স্ট্র্যাটেজিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত সরু ভূখণ্ডের অনেকটা জমি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয় থেকে বারবার তাগাদা দেওয়া ওই প্রস্তাবটি গত এক বছর ধরে রাজ্য সরকারের কাছে আটকে ছিল। এ মাসেই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই 'যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য' ওই অঞ্চলের সাতটি সড়ক ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া ও ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেডের হাতে তুলে দিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের হাতেই এই সড়কগুলো দেখভালের দায়িত্ব ছিল। এই সাতটি সড়কের মধ্যে পাঁচটিই সরাসরি শিলিগুড়ি করিডোরের মধ্যে দিয়ে গেছে। এখন এই হস্তান্তরের ফলে রাস্তাগুলোর সম্প্রসারণ, মেরামতির কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। একজন সামরিক পর্যবেক্ষক বিবিসিকে বলেছেন, রাস্তার সম্প্রসারণ হলে ওই অঞ্চলে

সড়কপথে সামরিক অভিযান অনেক সহজ এবং দ্রুত হবে। ভৌগোলিক দিক থেকে চিকেন্স নেকের অবস্থান ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে অবস্থিত এই ভূখণ্ডটি সবচেয়ে সরু যেখানে- তার দৈর্ঘ্য মাত্র ২২ কিলোমিটার। এই 'চিকেন্স নেক' নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটান সীমান্তের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। এই সরু ভূখণ্ডটি উত্তর-পূর্বের সেভেন সিস্টারস বা সাতটি রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাকি অংশকে জুড়ে রেখেছে। এই অঞ্চলটির লাগোয়া সিকিমের উত্তরে রয়েছে আরেক প্রতিবেশী দেশ চীন। বিশেষজ্ঞরা জাতীয় সুরক্ষার দিক থেকেও এই পদক্ষেপকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। ২০১৭ সালে ভূটান-চীন-ভারত তিন দেশের সীমানা যেখানে মিশেছে, সেই ডোকলামে সামরিক সংকটের পর থেকেই এই অঞ্চলের রাস্তা সম্প্রসারণ করা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে চিন্তা-ভাবনা চলছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

হাম চিকিৎসায় বেসরকারি হাসপাতালেও আলাদা কেবিন রাখার নির্দেশনা

হামের প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকায় দেশের সব বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের চিকিৎসার জন্য আলাদা কেবিন রাখার নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে হাম এবং হামে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, এমন রোগীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণসহ জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক মঈনুল আহসানের সই করা এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সম্প্রতি বেসরকারি হাসপাতালে হাম ও হাম সন্দেহজনক রোগী ভর্তি না করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন প্রেক্ষাপটে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে আলাদা ওয়ার্ড বা কেবিন রাখার পাশাপাশি, হামের জন্য নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ডগুলোতে সার্বক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত রাখার কথাও বলা হয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে যে, ছুটির দিনসহ সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ও বিকেল- দুই বেলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এই ওয়ার্ডগুলো পরিদর্শনে যেতে হবে। এক্ষেত্রে সংক্রমণ যাতে না ছড়ায়, সেজন্য আক্রান্ত রোগীর সাথে সর্বোচ্চ একজন অভিভাবক বা দর্শনার্থী থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে। এর বেশি কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া হাম রোগীদের সার্বিক তথ্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এমআইএস সার্ভারে আপলোড করার কথাও বলা হয়েছে। মূলত, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং রোগীদের জন্য আরও কার্যকর ও নিবিড় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই জরুরি নির্দেশনাগুলো দিয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

ধারণার চেয়েও দ্রুত ছড়াতে পারে ইবোলা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়া ইবোলা মহামারি ধারণার চেয়েও দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে পারে বলে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও। দেশটিতে এই প্রাদুর্ভাবে ইতোমধ্যে অন্তত ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. অ্যান অ্যানসিয়া বিবিসি-কে জানিয়েছেন, সংস্থাটি যত বেশি তদন্ত করছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার পর্যন্ত কঙ্গোতে ৫১৩ জনেরও বেশি মানুষ ইবোলায় আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ উগান্ডাতেও ইতোমধ্যে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এদিকে লন্ডনের 'এমআরসি সেন্টার ফর গ্লোবাল ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যানালিসিস'-এর একটি গাণিতিক মডেলে দেখা গেছে, মাঠপর্যায়ে প্রকৃত আক্রান্তের একটি বড়ো অংশই শনাক্তকরণের বাইরে থেকে গেছে। গবেষকদের ধারণা, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা ইতোমধ্যে এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এই গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, বর্তমান প্রাদুর্ভাবটি সরকারি হিসাবের চেয়েও "অনেক বড়ো" এবং এর "আসল ভয়াবহতা এখনও অনিশ্চিত"। এদিকে, রেড ক্রসের পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, আক্রান্তদের দ্রুত শনাক্ত করা না গেলে, সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতার অভাব থাকলে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়লে ইবোলা পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সোমবার রাতে এক জরুরি বৈঠক শেষে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেডি দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন। অন্যদিকে, গত সপ্তাহে এই প্রাদুর্ভাবকে আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস অ্যাধনম ঘেব্রেইয়েসাস বলেছেন, "এই মহামারির আকার এবং বিস্তারের গতি নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।" আশঙ্কা করা হচ্ছে, গত ২৪ এপ্রিল প্রথমবার এই ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ার আগেই হয়ত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এটি স্থানীয়ভাবে ছড়াচ্ছিল। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, বর্তমানে যে স্ট্রেইনটির কারণে সংক্রমণ বাড়ছে, সেটির কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন বা টিকা নেই। তবে অন্য কোনো ঔষধ এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে কি না, তা মূল্যায়ন করে দেখছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

হামের প্রাদুর্ভাবে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টের রুল

দেশে হামের প্রাদুর্ভাবে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। হামে মারা যাওয়া শিশুদের প্রত্যেক পরিবারকে কেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, সেটিও জানতে চেয়েছেন আদালত। পাশাপাশি দেশে হাম ও জলাতঙ্ক টিকার প্রাপ্যতা, পর্যাপ্ততা ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে ৩০ দিনের মধ্যে হলফনামা আকারে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন 'ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট'-এর পক্ষে গত ১০ মে এই রিট আবেদনটি করা হয়। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব এবং রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। রিট আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৬ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া ভয়াবহ হামের প্রাদুর্ভাবে দেশে এ পর্যন্ত ৫০০-র বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ইউনিসেফের মাধ্যমে টিকা সংগ্রহ ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বিগত অন্তর্বর্তী সরকার উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি চালু করায় দেশে টিকার তীব্র সংকট তৈরি হয়। ইউনিসেফ তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগমকে এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করলেও, তা উপেক্ষা করা হয়। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিইউ ও পিআইসিইউ-এর অভাবে বহু শিশু চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তির জন্য আরও সময় প্রয়োজন : কাতার

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান আলোচনা একটি সফল চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আরও কিছু সময় প্রয়োজন বলে জানিয়েছে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মজিদ আল-আনসারি বলেন, “উভয়পক্ষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে এবং একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করতে পাকিস্তানের যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, আমরা তাকে সমর্থন করি।” “পাকিস্তান এই বিষয়ে তাদের আন্তরিকতা দেখিয়েছে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এই প্রক্রিয়ায় আরও কিছুটা সময় লাগবে,” বলেন তিনি। এদিকে, গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতারের নেতাদের অনুরোধে তিনি মঙ্গলবার ইরানের ওপর একটি পূর্বপরিকল্পিত সামরিক হামলা বাতিল করেছেন। ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, এই তিন দেশের নেতারা বিশ্বাস করেন যে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব, যা একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের দেশগুলোর কাছে “যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য” হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

ভারতে আরএসএস এর রাজনৈতিক সামাজিক বাস্তবতার প্রভাব বিস্তার

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস দীর্ঘদিন ধরেই দেশটির রাজনৈতিক সামাজিক বাস্তবতায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। স্বাধীনতার আগে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি এখন শুধু একটি স্বেচ্ছাসেবী বা সাংস্কৃতিক সংগঠন নয় বরং ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আদর্শিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঋণাত্মক বক্তব্য গির্জা ও মসজিদে হামলা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনতার আক্রমণ এবং বৈষম্যমূলক আইন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে আরএসএস পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের জন্যে সক্রিয় লবিং শুরু করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাজ্য ও জার্মানি সহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে আরএসএস নেতাদের সফর এবং নীতি নির্ধারক থিংক ট্যাংক ও প্রবাসী ভারতীয়দের সাথে বৈঠক সেই বৃহত্তর কৌশলের অংশ বলে দেখা হচ্ছে। ১৯২৫ সালে নাগপুরের এক চিকিৎসক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটির মূল আদর্শ হিন্দুত্ব। ৪ লক্ষ ভারতকে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। আরএসএস নিজেদেরকে একটি সাংস্কৃতিক ও সভ্যতা ভিত্তিক সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করলেও সমালোচকরা এটিকে হিন্দু আধিপত্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদ প্রভাবিত সংগঠন বলে মনে করেন। সংগঠনটির দ্বিতীয় প্রধান এমএস গোল ওয়ালকার তার লেখায় নাৎসি জার্মানির জাতীয় বিশুদ্ধতা নীতির প্রশংসা করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া আরএসএস প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে অনেকেই ইতালির একনায়ক এবং বেণীত মুসোলনীয় এবং ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলোর কাঠামো থেকে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে বহু গবেষণায় উঠে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর আরএসএস প্রথমবার নিষিদ্ধ হয়। কারণ হত্যাকারী নাথুরাম গডসে এক সময়ের সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও পরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। তারপরও আরএসএস কে ঘিরে বিতর্ক কখনোই থামেনি।সংগঠনটি ধীরে ধীরে শিক্ষা সংস্কৃতি শ্রমিক সংগঠন ছাত্র রাজনীতি গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজেদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে। বর্তমানে আরএসএসের অধীনে প্রায় আড়াই হাজার সংগঠন রয়েছে। যেগুলো সম্মিলিতভাবে সংঘ পরিবার নামে পরিচিত। ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির সঙ্গে আরএসএস এর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেও কৈশরে আরএসএস এ যোগ দেন এবং পরবর্তীতে সংগঠনের প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। বিজেপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতা আরএসএস এর আদর্শিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে আরএসএসকে অনেকেই ভারতের বর্তমান সরকারের আদর্শিক চালিকাশক্তি হিসেবে দেখেন। বিজেপির শাসনামলে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলার

ঘটনা ও বেড়েছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়া হেইট ল্যাবের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে ভারতের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃনাত্মক বক্তব্যের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গরু হত্যা গরুর মাংস খাওয়া ও লাভ জিহাদের মত অভিযোগ তুলে বহু জায়গায় জনতা হামলা চালিয়েছে। একইসঙ্গে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ এনে গির্জা ও প্রার্থনা সভায় আক্রমণের ঘটনাও বেড়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ এসব ঘটনা প্রায়ই স্থানীয় প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে না বরং অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে যায়। সমালোচকদের মতে এই পরিস্থিতি আরএসএস ও বিজেপির দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফসল। তবে আরএসএস বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক দাত্তাত্রেও হোসাবেলে সম্প্রতি বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে দাবি করেন আরএসএসকে হিন্দু উগ্রবাদী বা সংখ্যালঘু বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে ভুলভাবে।

তার ভাষায় সংগঠনটি কেবল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনর্জাগরণে কাজ করছে। কিন্তু মানবাধিকার গবেষকরা বলছেন, বাস্তবে পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত । এই বিতর্কের মধ্যেই আরএসএস পশ্চিমা বিশ্বে সক্রিয় কূটনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারণা শুরু করেছে। হোসাবলে সম্প্রতি যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মান সফর করেছেন। লন্ডনে তিনি চ্যাঠাম হাউস, রয়েল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে ব্রিটিশ সংসদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের সঙ্গেও তার নৈশভোজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও প্রবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং হার্টর্স অফ ইনস্টিটিউটের মত রক্ষণশীল থিনক ট্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে জার্মানিতে গিয়ে তিনি জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স এবং কনোরেট অডিওনেটর ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই সফর গুলোর মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরএসএসের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া নেতিবাচক ধারণাম মোকাবেলা করা। বিশেষ করে গত বছর ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডমের প্রতিবেদনে আরএসএস এর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা উসকে দেওয়ার অভিযোগ আনার পর সংগঠনটি বড় ধরনের চাপে পড়ে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়ে, আরএসএস কয়েক দশক ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। শুধু তাই নয় প্রতিবেদনে সংগঠনটির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুপারিশও করা হয়। এই সুপারিশকে আরএসএসের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ পশ্চিমা বিশ্বে আরএসএসের বিস্তৃত প্রবাসী নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা সংগঠনটির জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক পরিসরে আরএসএস এখন এমন এক সময় নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে বিশ্ব রাজনীতিতে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর উত্থান ঘটছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অভিবাসন বিরোধী ও পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, আরএসএস এই বৈশ্বিক ডানপন্থী নেটওয়ার্কের অংশ হতে চাই এবং পশ্চিমা রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কূটনৈতিক সফর ও জনসংযোগ প্রচারণা কি বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তে বিকল্প বর্ণনা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, আন্তর্জাতিক উদ্বেগের মূল কারণ ভারতের মাটিতে ঘটে যাওয়া বাস্তব ঘটনাগুলো। যতদিন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য, সহিংসতা এবং বৈষম্যমূলক নীতির অভিযোগ থাকবে ততদিন আরএসএসের ভাবমূর্তি সংকট সহজে কাটবে না। বরং আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্ক আরো তীব্র হতে পারে। (রেডিও তেহরান : ১৯.০৫.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

এনএইচকে

মধ্য আফ্রিকায় ইবোলার প্রাদুর্ভাবে অন্তত ১০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে

গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ইবোলা মহামারিতে অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। বিবিসির তথ্যমতে, আফ্রিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র জানায় যে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৩৯০ জনেরও বেশি সন্দেহভাজন রোগী রয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ইতুরি প্রদেশে এই প্রাদুর্ভাব নিশ্চিত করা হয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস একজন কঙ্গোলীয় কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, প্রদেশটিতে নতুনভাবে শনাক্ত হওয়া রোগীদের মধ্যে একজন আমেরিকান ডাক্তারও রয়েছেন। প্রতিবেশী দেশ উগান্ডাতেও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। রোগীদের মধ্যে ইবোলার বুন্দিবুগিয়ো স্ট্রেইনটি শনাক্ত করা হয়েছে, যার কোনো কার্যকর টিকা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই প্রাদুর্ভাবকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগের একটি জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে, তবে জানাচ্ছে যে এটি মহামারির মানদণ্ড পূরণ করে না। তারপরও, জাতীয় জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সতর্কতা বাড়াচ্ছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে একজন সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকানদের ইবোলা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত কি না। উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি অবশ্যই উদ্বিগ্ন। তিনি আরও বলেন যে, যদিও রোগটি এখনও আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ, তবে "এটি এমন একটি বিষয় যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।" একই দিনে ট্রাম্প প্রশাসন গত ২১ দিনের মধ্যে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদান সফরকারী বিদেশি নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১৯.০৫.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে আসছে গণমাধ্যম কমিশন : তথ্যমন্ত্রী

সমন্বিত রেগুলেশনের জন্য বাংলাদেশে একটি গণমাধ্যম কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে সরকার। এ নিয়ে জুনের মধ্যে পরামর্শক কমিটি গঠন করে একটি খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, সমন্বিত রেগুলেশনের মধ্যে রাখতে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন তিনি। নির্বাচনি ইশতেহারে ও বিএনপির ৩১ দফা রাষ্ট্রসংস্কার কর্মসূচিতেও এটি বলা হয়েছে। এ সময় তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে জুন মাসের মধ্যে পরামর্শক কমিটি গঠন করে একটি খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হবে।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৫.২০২৬ রনি)

র‌্যাব নাম না থাকলেও ‘এলিট ফোর্স’ থাকবে

র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-এর নাম থাকবে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে এ নাম না থাকলেও এমন বাহিনী থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই এ ধরনের এলিট ফোর্সের প্রয়োজন আছে। তাদের কোনোভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ নেই। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ‘‘ তাদের (র‌্যাব) ভালো ইকুইপমেন্টস ও প্রশিক্ষণ আছে। সেজন্য একটা এলিট ফোর্স থাকবে, সেটা র‌্যাব নামেই হোক বা ভিন্ন নামেই হোক এবং ওয়েল ডিফাইনড আইন থাকবে।’’ আওয়ামী লীগ আমলে অন্য অনেকের সঙ্গে বিএনপির পক্ষ থেকেও র‌্যাব বিলুপ্তির দাবি জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ‘‘এক অর্থে র‌্যাব আগের মতো করে থাকছে না। গতকালই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘোষণা দিয়েছেন, র‌্যাবের জন্য একটা নতুন আইন হবে। আবারও বলছি, এক অর্থে সেইভাবে র‌্যাব থাকছে না এবং নামও সম্ভবত পাল্টে যাচ্ছে।’’ এ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি আরো বলেন, ‘‘র‌্যাবের সমালোচনা যদি সরিয়ে রাখি, আমরা দেখবো র‌্যাব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে নানা ধরনের সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে পেরেছে, যেটা আমাদের কনভেনশনাল পুলিশ বাহিনী পেরে ওঠেনি।’’

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৯.০৫.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

৪৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে যুক্ত হলো ‘সরকারি’

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটের নামের সঙ্গে ‘সরকারি’ শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি সংযোজন করে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এক চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়। চিঠিটির সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের গত ১১ মের এ সংক্রান্ত পরিপত্রটি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নির্মাণাধীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর নামেও ‘সরকারি’ শব্দটি অনুরূপভাবে সংযোজন করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

আবিরার চিঠিতে সাড়া, বগায় সেতু নির্মাণের আশ্বাস মন্ত্রীর

পটুয়াখালীর দুমকি ও বাউফল উপজেলাকে সংযুক্ত করতে লোহালিয়া নদীর বগা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যোগাযোগ দুর্ভোগে থাকা এ অঞ্চলের মানুষের কষ্টের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি লেখে বাউফলের দাসপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আবিরা (৮)। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বগা ফেরিঘাট এলাকা পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার চরগরবদী ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা প্রাঙ্গণে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি সেতু নির্মাণের আশ্বাস দেন। এসময় মন্ত্রী বলেন, ‘সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরের প্রথম মাসের দিকে সেতুর কাজ শুরু হতে পারে।’ এর আগে দুপুর ১টার দিকে তিনি লোহালিয়া নদীর বগা ফেরিঘাট এলাকা পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা যাচাই করেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

স্ত্রীর মামলায় কারাগারে বিএনপি নেতা

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় নারী নির্যাতন দমন আইনে স্ত্রীর করা মামলায় নিয়ামত হোসেন পারভেজ নামের এক বিএনপি নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এর আগে মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে তাকে উপজেলার বুরাইচ ইউনিয়নের পানিপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ামত হোসেন আলফাডাঙ্গা উপজেলার বুরাইচ ইউনিয়নের পানিপড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পুলিশ সূত্রে

জানা গেছে, যৌতুক দাবি করায় নিয়ামত হোসেন পারভেজের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী রোকসনা বেগম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছিলেন। ওই মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি হিসেবে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান খসরু বলেন, 'ঘটনাটি আমাদের কাছে বেদনাদায়ক। এসব কারণে দলের ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষুণ্ন হয়। দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা উপজেলা বিএনপি বসে এ বিষয়ে আমাদের কী করণীয়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।' আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকির তাইজুর রহমান বলেন, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে বিআরটিএ কার্যালয়ে অভিযান, দুই দালালের কারাদণ্ড

চট্টগ্রামের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) বিভাগীয় কার্যালয়ে দালালবিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই দালালকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে মো. সেলিম (৫৬) ও মো. সাহাবুদ্দিন (৬০) নামের দুই দালালকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডিত সেলিম চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার খন্দকীয়া গ্রামের আবদুল আলীর ছেলে এবং সাহাবুদ্দিন কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন গোতারু গ্রামের শফিকুর রহমানের ছেলে। মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে সকালে হাটহাজারী নতুন পাড়া এলাকায় বিআরটিএ চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেল-২ এবং জেলা সার্কেলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন বিআরটিএ আদালত-১২ এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা মুস্তফা। অন্যদিকে মঙ্গলাবার বিকেলে নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় ভ্রাম্যমান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা মুস্তফা। অভিযানে কাগজপত্র সঠিক না থাকায় ৫টি যানবাহনকে ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালিত হবে বলে জানান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা মুস্তফা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

পতেঙ্গায় ১৭ হাজার লিটার জ্বালানি-ভোজ্যতেল জব্দ

চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা এলাকায় পৃথক দুটি বিশেষ অভিযানে প্রায় ১৭ হাজার লিটার জ্বালানি ও ভোজ্যতেল জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। জব্দ করা তেলের মধ্যে ৭ হাজার লিটার জেট ফুয়েল, ৬ হাজার লিটার ডিজেল, ১ হাজার ৫০০ লিটার অকটেন এবং ৫ হাজার লিটার সয়াবিন তেল রয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে কোস্টগার্ড পতেঙ্গা আউটপোস্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বিসিজিএস তাজউদ্দীনের সিগন্যাল কমিউনিকেশন কর্মকর্তা হাসিব-উল-ইসলাম। হাসিব-উল-ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মধ্যরাতে অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে মজুত করা এসব তেল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। অভিযানে জেট ফুয়েল বহনকারী একটি কোম্পানির জ্বালানিবাহী ট্রাকও জব্দ করা হয়। তবে অভিযানের সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। কোস্টগার্ড জানায়, আভিযানিক দলের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় জড়িত মূলহোতাদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। প্রয়োজনে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত অভিযানও পরিচালনা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, একই এলাকায় গত ২৭ মার্চও ৬ হাজার লিটার তেল জব্দ করা হয়েছিল। জব্দ করা জ্বালানি, ভোজ্য তেল ও ট্রাকের বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে আবাসিক হোটেলে অভিযান, ১১ জন গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকায় বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ নারী ও ছয় পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ মে) অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন। ওসি আফতাব উদ্দিন জানান, চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি এলাকার বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাদের বিনা পরোয়ানায় আটক করে থানায় নেওয়া হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

স্ত্রীকে নিয়ে নেপাল থেকে ঢাকায় ফিরেই গ্রেফতার সন্ত্রাসী 'পিচ্চি রাজা'

ঢাকার শীর্ষ মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত 'পিচ্চি রাজাকে' গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ মে) সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা। তিনি বলেন, কিছু সময় আগে পিচ্চি রাজাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে মোহাম্মদপুর থানায় আনা হচ্ছে। এডিসি জুয়েল রানা জানান, পিচ্চি রাজা, তার স্ত্রী এবং শ্যালক নেপাল থেকে দেশে ফিরছে—এমন খবরে বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থায় নেওয়া হয়। পরে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পিচ্চি রাজার বিরুদ্ধে ২৫-২৭টি মামলার তথ্য মিলেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার তিনজন রিমান্ড শেষে কারাগারে

রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় করা মামলায় রিমান্ড শেষে তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন মো. আজম, শেখ মো. সাজ্জাদুল হক রাসেল ও আরমান দেওয়ান। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুই দিনের রিমান্ড শেষে তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনজুরুল ইসলাম তিন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে, গত ১৭ মে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান তাদের প্রত্যেকের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছিলেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (১৪ মে) রাতে শাহ আলী মাজারে ওরশ চলাকালে হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ রয়েছে, লাঠিসোঁটা হাতে একদল ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে প্রবেশ করে মাজারভক্তদের ওপর হামলা চালায় এবং কয়েকজনকে মারধর করে। এ ঘটনায় আহত ও ভুক্তভোগী এক নারী ভক্ত গত ১৬ মে শাহ আলী থানায় মামলা করেন। মামলার পর অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম ও হামের উপসর্গে আরও ১১ শিশুর মৃত্যু

দেশে হাম ও হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে আরও ১১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন নিশ্চিত হামে মারা গেছে। বাকিদের মৃত্যু হয়েছে হামের উপসর্গে। মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। সোমবার (১৮ মে) সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশের হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৭৭ জনের প্রাণ গেছে। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে প্রাণহানির সংখ্যা ৩৯৮। এছাড়া, ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়েছে সাত হাজার ৯২৯ জন। একই সময়ে সন্দেহভাজন হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬ হাজার ৫৮৬। উল্লেখিত সময়ে হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৪৩ হাজার ৯৮৩ জনকে এবং সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৪০ হাজার ৯০ জন। বিভাগভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী, নিশ্চিত হামে সবচেয়ে বেশি ৪৭ রোগী মারা গেছে ঢাকায়। এছাড়া, বরিশালে ১৫, চট্টগ্রামে আট, সিলেটে তিন এবং ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে দুজন করে মৃত্যুবরণ করেছে। সন্দেহজনক হামেও সবচেয়ে বেশি ১৫৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। এরপর ৭৮ জন মারা গেছে রাজশাহীতে। সেই সঙ্গে সিলেটে ৩৮, চট্টগ্রামে ৩৭, ময়মনসিংহে ৩৪, বরিশালে ২৯, খুলনায় ২০ ও রংপুরে চারজন প্রাণ হারিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

‘আঙ্কেল খুব ভালো, খুব সুইট’— প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে শিশুদের উচ্ছ্বাস

‘আঙ্কেল আমার, আঙ্কেল আমার’—ছোট ছোট কণ্ঠে এমন ডাকেই মুখর হয়ে ওঠে তেজগাঁওয়ের ভূমি ভবনের ডে-কেয়ার সেন্টার। কেউ হাত বাড়িয়ে করমর্দন করছে, কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে খেলনার কাছে, আবার কেউ নিজের আঁকা ছবি দেখাতে ব্যস্ত—শিশুদের এমন উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো পরিবেশ। সেই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও যেন ফিরে যান নির্ভার শৈশবের স্মৃতিতে। মঙ্গলবার (১৯ মে) বেলা সোয়া ১১টার দিকে ভূমিসেবা মেলা-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রায় ১৮ মিনিট শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি। ডে-কেয়ার সেন্টারজুড়ে তখন খেলনার টুংটাং শব্দ, কচি কণ্ঠের হাসি আর আনন্দময় চিৎকার। ছোট ছোট পায়ে দৌড়ঝাঁপে মুখর ছিল পুরো পরিবেশ। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে শিশুরাও উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। সেন্টারে প্রবেশের পরপরই শিশুদের সঙ্গে মিশে যান সরকারপ্রধান। কয়েকজন শিশু নিজেদের হাতে আঁকা ছবি দেখালে প্রধানমন্ত্রী মন দিয়ে সেগুলো দেখেন। মুগ্ধ হাসিতে প্রশংসাও করেন। কখনো শিশুদের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দেন, কখনো তাদের কথায় প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন। একপর্যায়ে শিশুদের নিয়ে কেক কাটেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের হাতে শিশুদের চকলেট, টফি ও ললিপপ দেন। উপহার হিসেবে তুলে দেন গিফট ব্যাগও। চকলেট বিতরণের সময় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের উদ্দেশে বলেন, ‘আর কেউ কি বাকি আছে, পেয়েছো সবাই?’ এরপর শিশুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘আজকে কার জন্মদিন বলো তো?’ এ সময় কয়েকজন শিশুকে বলতে শোনা যায়, ‘আঙ্কেল আমার, আঙ্কেল আমার।’ পরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজকে তোমাদের সবার জন্মদিন। আসো আমরা একসঙ্গে কেক কাটি।’ শিশুদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে কেক কাটেন তিনি। তখন করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো কক্ষ। শিশুরা আনন্দে বলতে থাকে, ‘হ্যাপি হ্যাপি, হ্যাপি ডে, হ্যাপি বার্থডে।’ এ সময় এক শিশু প্রধানমন্ত্রীকে কেক খাইয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে ছোট্ট শিশু আরিবা। সে বলে, ‘প্রধানমন্ত্রী আঙ্কেলকে দেখে আমি যে কি খুশি, বলতে পারছি না। আঙ্কেলের সঙ্গে মজা করে কেক খেয়েছি। আঙ্কেলও কেক খেয়েছেন। কী মজা, কী মজা। আঙ্কেল খুব ভালো, খুব সুইট।’
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

যেসব অধ্যাদেশ পাস হয়নি সেগুলো পর্যালোচনা করছে সরকার: চিফ হুইপ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস না হওয়া অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। মঙ্গলবার (১৯ মে) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। নূরুল ইসলাম মনি বলেন, বাজেট অধিবেশন, নারী সংসদ সদস্যদের যোগদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আগামী রোববার সংসদের সাউন্ড সিস্টেমের সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীকে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে। চিফ হুইপ বলেন, জাতীয় সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সরকার ও বিরোধীদল একসঙ্গে কাজ করছে। এসময় তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, যেভাবে তেলের সমস্যা সমাধান হয়েছে, একইভাবে সরকার ও বিরোধীদল মিলে বিদ্যুতের সমস্যারও সমাধান করা হবে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান নূরুল ইসলাম মনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

হাম মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ কী, জানতে চান হাইকোর্ট

হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা এবং শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৯ মে) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার খান মোহাম্মদ শামীম আজিজ ও ব্যারিস্টার মো. হুমায়ুন কবির পল্লব। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তার সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ। এর আগে হামে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ৩৫২ শিশুর প্রত্যেক পরিবারকে ২ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে রিটের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশের জন্য আজ দিন ঠিক করেন হাইকোর্ট। তারই ধারাবাহিকতায় আজ আদেশ দেন। একই সঙ্গে রুল জারি করেছেন উচ্চ আদালত। রুলে দেশে হামের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রতিনিধি সমন্বয়ে ১০ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি কেন গঠন করা হবে না এবং হামের প্রাদুর্ভাবে মারা যাওয়া শিশুদের প্রত্যেকের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়েছেন। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও আইইডিসিআরের পরিচালককে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। গত ১০ মে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার হুমায়ন কবির পল্লব জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন। সারাদেশে গত ১৫ মার্চ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪২ হাজার ৮৬৮ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩৮ হাজার ৯৮০ জন। ১৫ মার্চ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত সন্দেহজনক হামে মোট ৩৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১৫ মার্চ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

৬ ব্যাংক থেকে আরও ৮৫ মিলিয়ন ডলার কিনলো বাংলাদেশ ব্যাংক

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের প্রবাহ বাড়ায় দেশে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে মার্কিন ডলার কেনা শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মঙ্গলবার (১৯ মে) ছয়টি ব্যাংক থেকে ৮৫ মিলিয়ন বা সাড়ে আট কোটি ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মাল্টিপল প্রাইস অকশন (এমপিএ) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ ক্রয়ে প্রতি ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। এর আগে সোমবার (১৮ মে) ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ১০ কোটি ডলার কিনেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এমপিএ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ ক্রয়েও প্রতি ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করা ছিল ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক থেকে মোট ছয় দশমিক ০৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বাজারে ডলারের দাম অতিরিক্ত কমে গেলে রপ্তানিকারক ও প্রবাসী আয় প্রেরণকারীরা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। সে কারণে ডলারের দর একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যাওয়া ঠেকাতেই কেনার এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় ডলার কেনাবেচা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে বড় অঙ্কের ডলার বিক্রি করা হলেও, চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে ধীরে ধীরে কেনার মাধ্যমে রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর কৌশল নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে মাকসুদুর রহমান জুয়েল (৪৫) নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে উপজেলার মদনগঞ্জ শান্তিনগর শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েল ওই এলাকার মৃত তাজুল ইসলামের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ড্রেজার ব্যবসায়ী ছিলেন। পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, বন্ধু শ্যামলকে দিয়ে মোবাইলে কল করে ঘটনাস্থলে জুয়েলকে ডেকে আনা হয়। পরে তাকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। নিহতের ভাই সোহেল বলেন, 'মদনগঞ্জ শান্তিনগর এলাকার টিটু, আল আমিন, ডিশ দুলাল, পলাশের সঙ্গে

তার ভাইয়ের ড্রেজার ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। মাদক ব্যবসায় তাদের বাধা দেওয়ায় পরিকল্পিতভাবে তাকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে। হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এরইমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

সরানো হলো ফারজানাকে, বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন সচিব মিরানা

বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ফারজানা মমতাজকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে মঙ্গলবার (১৯ মে) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ফারজানা মমতাজ ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব হিসেবে যোগদান করেছিলেন। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সংযুক্ত) মিরানা মাহরুখ। সচিব পদে পদোন্নতির পর তাকে এ পদায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

কেরানীগঞ্জে অভিযানে নকল খাদ্যপণ্য উদ্ধারসহ জরিমানা আদায় র্যাবের

রাজধানীর কেরাণীগঞ্জে নকল ও ভেজাল খাদ্যপণ্যবিরোধী অভিযান চালিয়েছে র্‍যাব। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নকল অস্বাস্থ্যকর ভেজাল খাদ্যপণ্য উদ্ধারসহ এক লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মঙ্গলবার (১৯ মে) র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার এ তথ্য জানান। কেরানীগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল মাওয়ার নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। তাপস কর্মকার বলেন, মঙ্গলবার কেরানীগঞ্জের কোনাখোলা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে বিএসটিআই অনুমোদনবিহীন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নকল ও ভেজাল খাদ্যপণ্য সেমাই উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে মো. রুবেল ও মনির হোসেনকে ৫০ হাজার করে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে বিপুল পরিমাণ নকল খাদ্যপণ্য সেমাই জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, জনস্বার্থে ভেজাল ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে র্যাবের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

অস্ট্রেলিয়ায় মোটা বেতনের চাকরির প্রলোভনে ৪ মাসে হাতিয়ে নেয় ৬০ লাখ টাকা

অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইমো অ্যাপের মাধ্যমে ভুক্তভোগী মোহাম্মদ সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি চক্র। এরপর ধাপে ধাপে হাতিয়ে নেয় ৬০ লাখ টাকা। মিথ্যা প্রলোভনে অর্থ আত্মসাৎকারী আন্তর্জাতিক সাইবার ও ভিসা প্রতারক এ চক্রটির অন্যতম মূলহোতাসহ দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই ব্রাহ্মণবাড়িয়া। গ্রেফতাররা হলেন—খাইরুল ইসলাম (২৪) ও জাবেদুল ইসলাম (৩৮)। মঙ্গলবার (১৯ মে) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পিবিআই পুলিশ সুপার শচীন চাকমা এ তথ্য জানান। এর আগে গত রোববার (১৭ মে) নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শচীন চাকমা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতারক চক্র অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চ বেতনের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইমো অ্যাপের মাধ্যমে ভুক্তভোগী মোহাম্মদ সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অস্ট্রেলিয়ার একটি মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করে তারা ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে ভুক্তভোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের ব্যবহৃত বিকাশ নম্বর থেকে প্রায় ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে একপর্যায়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তিনি বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মোহাম্মদ সালাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে জেলার সরাইল থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে এসির কম্প্রেসার বিস্ফোরণে ৩ যুবক দগ্ধ

রাজধানীর রমনায় এসি মেরামতের সময় কম্প্রেসার বিস্ফোরণে তিন যুবক দগ্ধ হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (আইইবি) এ দুর্ঘটনার পর দগ্ধ তিনজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তারা হলেন মোহাম্মদ মামুন (৩২), মোহাম্মদ রসুল (৩০) ও রতন চন্দ্র (৩২)। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, দুপুর ২টার দিকে রমনা এলাকা থেকে তিনজনকে দগ্ধ অবস্থায় জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে মামুনের শরীরের ৩৫ শতাংশ, রসুলের শরীরের ছয় শতাংশ ও রতনের শরীরের সাত শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, 'দগ্ধের পরিমাণ বেশি হওয়ায় মামুনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্য দুজনকে জরুরি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এসি মেরামতের সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষার্থীদের মানবিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, একটি জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে শিক্ষিত, দক্ষ ও মানবিক প্রজন্মের ওপর। বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধেও সমৃদ্ধ হতে হবে। মঙ্গলবার (১৯ মে) নগরের ও. আর. নিজাম রোড আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রিস্টন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলাদেশের 'ওপেন ডে ২০২৬-২৭' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, নতুন শিক্ষাবর্ষের পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সৃজনশীল উপস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, শুধু পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষা নয়, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব আজকের শিক্ষার্থীদের হাতেই থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন থেকে প্রটোকল অফিসারের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন থেকে এক কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই ব্যক্তির নাম নরেন ধর (৩৮)। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের প্রটোকল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মঙ্গলবার (১৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরীর খুলশী এলাকায় ওই কার্যালয় থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। স্থানীয় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সকালে মিশনের সামনে পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি দেখে তাদের সন্দেহ হয়। পরে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহটি সেখান থেকে নিয়ে যেতে দেখতে পান তারা। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নগর পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার আমিনুর রশিদ (মিডিয়া ও জনসংযোগ) জাগো নিউজকে বলেন, নরেন ধর ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের প্রটোকল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া আইনি নোটিশ, সতর্ক করলো আইএসপিআর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষকে ভুয়া আইনি নোটিশ পাঠিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। মঙ্গলবার (১৯ মে) এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর জানায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন জেলার একাধিক ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপে অভিযুক্ত করে মিথ্যা ও ভুয়া আইনি নোটিশ দিয়ে হয়রানিসহ জেল-জরিমানা ও শাস্তির ভয়ভীতি দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আইন নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও ক্রাইম ইউনিট সেল নামে কোনো বিভাগ, শাখা কিংবা সেল নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না। এ বিষয়ে এরই মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতারক চক্রের এ ধরণের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত ও আর্থিক লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে আইএসপিআর।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ীতে বিশেষ অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২৯

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ মে) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন এ তথ্য জানান। যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে এন এম নাসিরুদ্দিন বলেন, সোমবার (১৮ মে) যাত্রাবাড়ী থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৯ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৭ জন, পুরাতন মামলায় সাতজন, গ্রেফতারি পরোয়ানা মূলে তিনজন ও মোবাইল কোর্টে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

যুক্তরাষ্ট্রে প্যাসিফিক এয়ার চিফ সিম্পোজিয়ামে বিমানবাহিনী প্রধান

প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের কমান্ডার জেনারেল কেভিন বি. স্ক্যানেইডারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন গত ১১ থেকে ১৫ মে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। সফরকালে বিমানবাহিনী প্রধান হাওয়াইয়ের হনলুলুতে অনুষ্ঠিত দ্য ২০২৬ প্যাসিফিক এয়ার চিফ সিম্পোজিয়াম (পিএসিএস ২৬) এ অংশ নেন। মঙ্গলবার (১৯ মে) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, সিম্পোজিয়ামে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিমানবাহিনীর নেটওয়ার্কিং ও তথ্য আদান-প্রদান নিয়ে আলোচনা করেন। বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনের এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, যা পেশাগত খাতে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিধি সম্প্রসারিত করবে বলেও উল্লেখ করেছে আইএসপিআর।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য আমদানিতে আগ্রহী সিঙ্গাপুর

বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে চায় সিঙ্গাপুর। মঙ্গলবার (১৯ মে) সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের অফিস কক্ষে তার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাইকমিশনার ডেরেক লো সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এ আগ্রহের কথা জানান। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সহযোগিতা, কৃষিপণ্য রপ্তানি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও জোরদার করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, উন্নত অবকাঠামো, দক্ষ জনশক্তি এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

মির্জা আব্বাসকে দেখতে গেলেন জামায়াত সেক্রেটারি

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস মালয়েশিয়ার প্রিন্সকোর্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে এবং সাক্ষাৎ করতে যান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। মঙ্গলবার (১৯ মে) জামায়াত সেক্রেটারি মির্জা আব্বাসের চিকিৎসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং মহান রবের দরবারে তার দ্রুত ও পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করে দোয়া করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন (এমপি)। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

এসএসসির খাতা শিক্ষার্থীদের দিয়ে মূল্যায়ন, শাস্তির মুখে শিক্ষক

চলমান এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র (ওএমআর) মূল্যায়নে দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার কারণে মো. সাইফুল ইসলাম নামে এক শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। তিনি টাঙ্গাইলের বহুরিয়া চতল বাইদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের সহকারী শিক্ষক। মঙ্গলবার (১৯ মে) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নোটিশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেন বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার জবাব আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। নোটিশে শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি প্রথমপত্রের (বিষয় কোড-১০৭) উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের দিয়ে বৃত্তি ভরাট করা হয়, যার ভিডিও/স্থির চিত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে তা প্রমাণিতও হয়েছে। আপনার এমন কার্যকলাপের ফলে শিক্ষা বোর্ডের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীদের মনে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

বেসরকারি হাসপাতালে হাম রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড বাধ্যতামূলক

দেশের সব বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের ভর্তি ও পৃথক চিকিৎসার জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বেসরকারি হাসপাতালে হামের রোগীকে ভর্তি না করার অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. আবু হোসেন মঈনুল আহসানের সই করা এক নির্দেশনায় জানানো হয়, এখন থেকে সব বেসরকারি হাসপাতালে আবশ্যিকভাবে হামের রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড বা কেবিন নির্ধারণ করতে হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন-২০২২ মেনে দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ শয্যার অর্ধেক (অর্থাৎ মোট শয্যার ৫ শতাংশ) বাধ্যতামূলকভাবে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতালে অন্তত ১২টি শয্যা এই রোগীদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে এবং বিষয়টি জরুরি বিভাগ ও অনুসন্ধান ডেস্ককে জানাতে হবে। এছাড়া ভর্তি রোগীর সঙ্গে সর্বোচ্চ একজন অভিভাবক থাকতে পারবেন এবং রোগীর সার্বিক তথ্য প্রতিদিন এমআইএস সার্ভারে আপলোড করতে হবে। যে কোনো প্রয়োজনে একটি হটলাইন নম্বর (01759114488) চালু করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে এই চিকিৎসাকার্য পরিচালনার জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের দুইবার হামের রোগী দেখা বাধ্যতামূলক

দেশের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সরকারি হাসপাতালগুলোকে অবিলম্বে এ নিয়ম প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়। নির্দেশনায় বলা হয়, দেশের সব সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে হাম ও সন্দেহজনক হাম রোগীদের জন্য আলাদা আইসোলেশন ওয়ার্ড বা কেবিন নির্ধারণ করতে হবে। একই সঙ্গে এসব রোগীকে কোনোভাবেই ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না বরং ভর্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন নির্দেশনার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী

নিয়োজিত রাখতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি ছুটির দিনসহ প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সকাল ও বিকেল— দুই বেলা বাধ্যতামূলকভাবে রোগীদের রাউন্ড (পরিদর্শন) দিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

ড. ইউনূসের দেশত্যাগে নির্দেশনা দেওয়ার কী আছে, প্রশ্ন হাইকোর্টের

সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তো পালিয়ে যাচ্ছেন না। তাই তিনি ও সাবেক সব উপদেষ্টাসহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা দেওয়ার কী আছে- এমন প্রশ্ন তুলেছেন হাইকোর্ট। হামের টিকাদান কর্মসূচি বাতিলের তদন্ত এবং ড. ইউনূসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা রিট আবেদনের শুনানিতে রিটকারীর আইনজীবীদের প্রতি মঙ্গলবার (১৯ মে) হাইকোর্ট এ প্রশ্ন তোলেন। সেই সঙ্গে আদালত জানান, দেশে সাবেক প্রধান উপদেষ্টার ব্যবসাসহ অনেক কিছু রয়েছে। রিটের পক্ষে শুনানি করেন সিনিয়র আইনজীবী সৈয়দ মামুন মাহবুব। আর রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। স্বাস্থ্যখাতে আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে চলমান হামের টিকাদান কর্মসূচি বাতিলে সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে 'ফৌজদারি অবহেলা' উল্লেখ করে ড. ইউনূসসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে ১৭ মে রিট আবেদন করা হয়। একই সঙ্গে, এতে সংশ্লিষ্ট ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা চাওয়া হয়। হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আশরাফুল ইসলাম এই রিট আবেদন করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

এক কলেজের ৭৬ শিক্ষকের মধ্যে ৭৩ জনেরই সনদ জাল

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার বনপাড়া আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভয়াবহ অনিয়ম ও জালিয়াতির তথ্য উঠে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) তদন্তে। তদন্তে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির ৭৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭৩ জনেরই শিক্ষাগত ও নিবন্ধন সনদ জাল। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলেজ শাখার ৬১ জন শিক্ষকই ভুয়া এবং স্কুল শাখার ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন। এসব নিয়োগের পেছনে রয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ইমদাদুল হক। অভিযোগ রয়েছে, তিনি নিজের পরিবারের সদস্যদেরও বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন। ডিআইএর তথ্যমতে, অধ্যক্ষ তার স্ত্রী, ছেলে, ছেলের স্ত্রী, মেয়ে, বোন, বোনের জামাই, আত্মীয়-স্বজন এমনকি ব্যক্তিগত গাড়িচালককেও বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন। তদন্তে এসব নিয়োগে জাল সনদ, ভুয়া নথি ও অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নিয়োগের বিপরীতে মোটা অঙ্কের ঘুস নেওয়া হতো। নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন-ভাতার একটি অংশও আত্মসাত করা হয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) জরিপে এসব শিক্ষকের নাম না থাকলেও ২০২২ সালে হঠাৎ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডিআইএ জানিয়েছে, ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে সরকারি কোষাগার থেকে পাঁচ কোটি ৫৭ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এর মধ্যে কলেজ শাখায় চার কোটি ২১ লাখ ৩৩ হাজার এবং স্কুল শাখায় এক কোটি ৩৬ লাখ ২২ হাজার টাকা বেতন-ভাতা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই অর্থ ফেরত আনার সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, অধ্যক্ষ ইমদাদুল হকের নিজের শিক্ষাগত সনদও জাল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচাই করে তার ব্যবহৃত সনদের তথ্য অসত্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সনদ নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন, দেশে ওই নামে কোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় নেই বলে জানিয়েছে ইউজিসি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক বৃত্তির ফল প্রকাশে নতুন সময় জানালো অধিদপ্তর

প্রাথমিকের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষার ফল ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির আগে প্রকাশ করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। খাতা মূল্যায়নে দেরিসহ নানান কারণে ফল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে ফল প্রকাশের দিনক্ষণ পিছিয়েছে। জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) এ এস এম সিরাজুদ্দোহা বলেন, ঈদের আগে ২১ মে ফল প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এখনো ফল প্রস্তুত করা যায়নি। ঈদের পরে এ ফল প্রকাশ করা হবে। আশা করছি, ছুটি শেষে জুনের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে ফল প্রকাশ করতে পারবো। গত ১৫ এপ্রিল বাংলা বিষয়ের পরীক্ষার মধ্যদিয়ে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়। ১৮ এপ্রিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে শেষ হয়। এবছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬ লাখ ৪০ হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ লাখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এবং ৯০ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (কিন্ডারগার্টেন)। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, এবার মোট বৃত্তির সংখ্যা ৮২ হাজার ৫০০টি। অর্থাৎ, মেধাক্রম ও জেলা-উপজেলাভিত্তিক হিসাবে এ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে। এরমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তির সংখ্যা ৬৬ হাজার ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

ঈদে ট্রেনে ফিরতি যাত্রার টিকিট মিলবে বৃহস্পতিবার থেকে

আসন্ন ঈদুল আজহায় ট্রেনে ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি শেষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ মে) থেকে পাওয়া যাবে ফিরতি যাত্রার অগ্রিম টিকিট। গত ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ রেলওয়ের এক বৈঠকে অগ্রিম টিকিট বিক্রির এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩১ মে ফিরতি যাত্রার টিকিট মিলবে ২১ মে, ১ জুন ফিরতি যাত্রার টিকিট মিলবে ২২ মে, ২ জুনের টিকিট ২৩ মে, ৩ জুনের টিকিট ২৪ মে এবং ৪ জুন ফিরতি যাত্রার টিকিট ২৫ মে পাওয়া যাবে। এর আগে গত ১৩ মে ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়। ওইদিন ২৩ মে যাত্রার টিকিট ক্রয় করেন যাত্রীরা। এছাড়া ২৪ মে যাত্রার টিকিট ১৪ মে, ২৫ মে'র টিকিট ১৫ মে, ২৬ মে'র টিকিট ১৬ মে এবং ২৭ মে শেষদিনের যাত্রার অগ্রিম টিকিট বিক্রি হয়েছে ১৭ মে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

সিলেট সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি গোলাগুলি

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার সোনারহাট সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলির জবাবে পাল্টা গুলি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে সীমান্ত পরিস্থিতি শান্ত ও স্থিতিশীল রয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ মে) বিজিবির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার (১৮ মে) বিকেলে বিজিবির সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সোনারহাট সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ গুলি ছোড়ে। এর পরপরই বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পাল্টা গুলি করে। বিজিবির দৃঢ় ও পেশাদার পদক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্তে যেকোনো উসকানিমূলক ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে বাহিনীটি। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম এবং সীমান্ত এলাকায় অননুমোদিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সতর্ক ও সচেতন করা হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

ডিজিটাল ভূমিসেবার নতুন যুগের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

জমি বা ভূমি শুধু এক টুকরো সম্পদই নয়, বরং মানুষের জীবনে এটি একধরনের নিরাপত্তা, নির্ভরতা, অর্থনৈতিক স্থিতি, জীবিকা এবং ভবিষ্যতের ভিত্তি, এমন মন্তব্য করে সারা দেশে তিন দিনব্যাপী ভূমিসেবা মেলার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার (১৯ মে) ভূমি সেবা মেলা ২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুগ যুগ ধরে ভূমি-জমি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ এবং এর ভাগ-বাটোয়ারা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সময়ের পরিক্রমায় একই জমির মালিকানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং একই পরিবারের মধ্যেই বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বারবার বণ্টন হয়েছে। ফলে ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও হালনাগাদ রাখার দায়িত্বও বেড়েছে। তিনি বলেন, মালিকানা, খাজনা, দলিল, খতিয়ান, দাগ, পর্চা, নামজারি, জমা-খারিজ, মৌজা, সি-এস, আর-এস কিংবা ডি-এস— এসব শব্দের সঙ্গে জমির মালিক মাত্রই পরিচিত। আগে এসব বিষয়ে মানুষকে ভূমি অফিসে যেতে হতো। কিন্তু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এখন ঘরে বসেই অনলাইনে অধিকাংশ ভূমিসেবা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনলাইনে খাজনা প্রদান, ই-নামজারি এবং অন্যান্য ভূমিসেবা গ্রহণে সহায়তার জন্য দেশের ৬১ জেলায় ৮৯৩টি ভূমিসেবা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় এসব কেন্দ্র থেকে নাগরিকরা নির্ধারিত সেবামূল্যের বিনিময়ে আবেদন ও সরকারি ফি পরিশোধ করতে পারছেন। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ইউনিয়নে এমন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হতে পারে

আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। মঙ্গলবার (১৯ মে) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান। এর আগে বগুড়া সিটি করপোরেশনের প্রশাসক এম আর ইসলাম স্বাধীনের আনুষ্ঠানিক যোগদান ঘোষণা করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান, আগামী এক বছরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন এই পাঁচ ধরনের নির্বাচন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে আপনাদের কি পরিকল্পনা এমন প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এরইমধ্যে সংসদে সিটি করপোরেশন সংশোধন আইন পাস হয়েছে। নতুন আইনে দলীয় প্রতীক ছাড়া সাধারণ প্রতীকে মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

ডিএসসিসি প্রশাসককে যানজট-জলাবদ্ধতা নিরসনে করণীয় জানালেন আইডিইবি নেতারা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের (আইডিইবি) অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির প্রতিনিধিরা। কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী কবীর হোসেনের নেতৃত্বে মঙ্গলবার (১৯ মে) ডিএসসিসির নগর ভবনে এ সাক্ষাৎ করে

প্রতিনিধিদলটি। সাক্ষাৎকালে আইডিইবির সদস্য সচিব প্রকৌশলী কাজী সাখাওয়াত হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া উপস্থিত ছিলেন। তারা ঢাকা মহানগরের যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। আইডিইবির নেতারা ডিএসসিসির সড়কের যথাযথ ব্যবহার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং ডিএসসিসির করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন। এসময় ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম আইডিইবির পরামর্শে ধন্যবাদ জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

নিউজিল্যান্ডে মোট রপ্তানির দ্বিগুণ ব্যয় শুধু দুধ আমদানিতে

বাংলাদেশ থেকে পোশাক, চামড়া ও প্লাস্টিকের মতো বেশ কয়েক ধরনের পণ্য রপ্তানি হয় নিউজিল্যান্ডে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, ওশেনিয়া অঞ্চলের এই দেশটিতে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ মোট যে পরিমাণ আয় করে, তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ চলে যাচ্ছে দেশটি থেকে শুধু গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য আমদানিতে। এ পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের তথ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের এমন চিত্র উঠে এসেছে। এতে দেখা গেছে, গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডে মোট ৯ কোটি ৯৭ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। যেখানে ওই বছরে নিউজিল্যান্ড থেকে বাংলাদেশ শুধু গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য আমদানি করেছে প্রায় ১৮ কোটি ডলারের। প্রতিবেদন বলছে, ওই অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৩৯ কোটি ৭৭ লাখ ডলার। অর্থাৎ, অর্থবছর হিসাবে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি এখন ২৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি তথ্য বলছে, দেশে বছরে আনুমানিক ৩০ কোটি ডলার মূল্যের দুগ্ধজাত পণ্য আমদানি করা হয়। অর্থাৎ, তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট আমদানি করা দুগ্ধজাত পণ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসছে নিউজিল্যান্ড থেকে। তথ্য বলছে, এর বাইরে অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও পোল্যান্ড থেকেও দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য আমদানি করা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

৮ বছরের শিশুর গলা কাটা দেহ উদ্ধার, ধর্ষণের সন্দেহ

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের এক শিশুকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। নিহত শিশুটি মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার এক রিকশা মিস্ত্রির মেয়ে।অভিযোগ রয়েছে, হত্যার আগে ওই শিশুকে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ বলছে, তারা একটি দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে কি না, সেটি মেডিক্যাল পরীক্ষার পর জানা যাবে। মিরপুর-১১ নম্বর সেকশনের বি ব্লকের মিল্লাত ক্যাম্প সংলগ্ন ৭ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।এ ঘটনায় সন্দেহভাজন সোহেল রানা নামের একজনকে খুঁজছে পুলিশ। পল্লবী থানার এসআই ইকবাল হোসেন ঘটনাস্থল থেকে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একটি শিশুর গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে আলমত সংগ্রহ করছি। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন সোহেল রানা পালিয়ে গেছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

জুনের প্রথম সপ্তাহে চলতি বছরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। আগে আগামী বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশের পরিকল্পনা থাকলেও তা আর সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এখন জুনের প্রথম সপ্তাহে ফল প্রকাশ করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের উপ-পরিচালক এ. এস. এম. সিরাজুদ্দোহা গণমাধ্যমকে বলেন, ২১ মে ফল প্রকাশের প্রস্তুতি থাকলেও সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ঈদের পর ফল প্রকাশ করা হবে এবং জুনের প্রথম সপ্তাহে ফল প্রকাশের চেষ্টা চলছে। চলতি বছরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয় গত ১৪ এপ্রিল এবং শেষ হয় ১৮ এপ্রিল। দীর্ঘ বিরতির পর এ বছর আবারও পরীক্ষাটি আয়োজন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

আনসার-ভিডিপির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে: প্রধানমন্ত্রী

আনসার-ভিডিপির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হবে' বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বৈষম্যমুক্ত-ন্যায়ভিত্তিক নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে বাহিনীর ৬০ লাখ সদস্যের সাহস-নিষ্ঠায় দেশ আরো সমৃদ্ধ হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এমন প্রত্যাশার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। বুধবার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৬ উপলক্ষে এই বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দেশের যেকোনও প্রয়োজনে আনসার বাহিনীর সদস্যদের সময়োপযোগী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফেব্রুয়ারিতে সারা দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই শুভলগ্নে আমি এই বাহিনীর সব পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তৃণমূলের অকুতোভয় আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী এই বাহিনীর ৬৭০ জন শহীদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের পর বাংলাদেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। দেশে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কাজ করে যাচ্ছে। একটি স্বনির্ভর, মানবিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার এই যাত্রাপথে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৫ আসাদ)

শেখ এই দেশে টিকে থাকতে পারেননি, আপনারও টিকে থাকতে পারবেন না: ফরহাদ মজহার

মিরপুরের শাহ আলী মাজারের মানতের টাকা লুটপাটের জন্যই সেখানে হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্রচিন্তক ও কবি ফরহাদ মজহার। হামলাকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। শেখ এই দেশে টিকে থাকতে পারেননি। মাজারের টাকা লুটের চেষ্টা ও হামলা চালিয়ে আপনারও টিকে থাকতে পারবেন না।' মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মিরপুর শাহ আলী মাজার প্রাঙ্গণে গণঅবস্থান ও ভাবগানের আসরে ফরহাদ মজহার এসব কথা বলেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে এই মাজারে হামলার প্রতিবাদে 'সাধু-গুরু-ভক্ত ও ওলি-আওলিয়া আশেকান পরিষদ' ও 'ভাববৈঠকী' যৌথভাবে এই গণঅবস্থানের আয়োজন করে। তিনি বলেন, মাজারে যে মানতের টাকা ওঠে, সেটা পাগলদের হক। এই টাকা লুটের জন্য গাঁজা খাওয়ার মিথ্যা অভিযোগ তুলে হামলা করা হয়েছে। আমরা এই মাজারে ভাবগান করি। আমাদের আঘাত করা হলে আমরা চুপচাপ থাকবো না। চুপে চুপে আঘাত করা হলে রুখে দাঁড়াবো। এর আগে মাজারে হামলার ঘটনায় স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। তবে এই হামলার জন্য কাউকে দায়ী না করে এ নিয়ে স্থানীয় জামায়াতের এমপি ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেমের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে বলে জানান ফরহাদ মজহার। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৫ আসাদ)

মাথা উঁচু করে দ্রুত ফিরব: আনন্দবাজারকে শেখ হাসিনা

বাংলাদেশে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন ইনিংস শুরু করেছে মোদী সরকার। তবে গত মাসে নয়াদিল্লিতে এসে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের আর্জি ফের জানিয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রের খবর, হাসিনাকে ফেরত পাঠানো নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা এখনও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নেই। এই পরিস্থিতিতে তার নিজের এবং আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের দেশে ফেরা নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন শেখ হাসিনা। প্রসঙ্গত, ছ'বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি নিজ দেশে ফিরেছিলেন। তার ঠিক ৪৫ বছর পর ভারতে চলে আসা হাসিনার বক্তব্য, "আমাকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমার দলকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু থামানো যায়নি। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমি দ্রুতই বাংলাদেশের মাটিতে ফিরব। মাথা উঁচু করে, দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফেরানোর গর্ব নিয়েই ফিরব।" কিন্তু আওয়ামী লীগের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে কী ভাবে প্রত্যাবর্তন সম্ভব? শেখ হাসিনার কথায়, "বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পরেও তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার সব চেষ্টা করে। কিন্তু উল্টো আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হয়েই ফিরে এসেছে। যারা এই নিষেধাজ্ঞাকে স্থায়ী মনে করছেন তাদের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখতে বলব। আমাদের কোটি কোটি সমর্থক এবং লাখো নেতা কর্মী দেশেই রয়েছেন। এখনও আমার ছাত্র লীগের ছেলেরাই অসহায় কৃষকদের পাশে রয়েছে। ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অবৈধ অন্তবর্তী সরকার এবং সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের নেতা-কর্মীরা সরব। আওয়ামী লীগ মানুষের আবেগে রয়েছে। ফলে আমাদের ফিরে আসা অনিবার্য, শুধু কিছু সময়ের ব্যাপার। আরও সংগঠিত হয়ে, শক্তিশালী হয়ে ফিরব। নীরবে তার প্রস্তুতি চলছে।"কিন্তু এটা তো ঘটনা যে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী এই মুহূর্তে দেশের বাইরে। কলকাতাতেও রয়েছেন দলের অনেক প্রাক্তন সাংসদ-মন্ত্রী। হাসিনা বলছেন, "কেউ স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেননি। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনেকেই প্রাণে বাঁচতে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। ছ'শোর বেশি নেতাকর্মীকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। দেড় লাখ নেতা কর্মীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। কারাবন্দিদের ন্যূনতম আইনি অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় যাঁরা বাইরে রয়েছেন তারা বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরছেন, সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় রয়েছেন। দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও আইনের শাসন তৈরি হলেই তাঁরা ফিরবেন। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁরা দলীয় কর্মসূচি পালন করছেন, দল তাদের সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করবে।" ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্যায়ন কী ভাবে করছেন শেখ হাসিনা? বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে বিরোধীদের বরাবরই অভিযোগ ভারত-তোষণের। হাসিনার কথায়, "আমাদের বিরোধী শক্তিরা সর্বদাই এই অভিযোগ করেছে। আওয়ামী লীগ নাকি ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছে, দেশবিরোধী চুক্তি করেছে। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, অন্তবর্তীকালীন সরকার অথবা বর্তমান বিএনপি সরকার এখনও পর্যন্ত একটিও দেশবিরোধী চুক্তি সামনে হাজির করতে পারেনি। তাদের মিথ্যাচার প্রমাণিত হচ্ছে।" তাঁর সংযোজন, "১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেই আমরা গঙ্গা পানি চুক্তি করেছিলাম। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভারতের থেকে প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রসীমা বাংলাদেশের মানচিত্রে যোগ করেছিলাম। ২০১৫ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা গিয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইনটি এই জ্বালানি সঙ্কটের সময় বাংলাদেশের 'লাইফ লাইন'। এর মধ্যে কোনটা অন্য দেশের তাঁবেদারি বিএনপি বলুক? এটা ঘটনা যে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।" (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার বিচারাধীন মামলার দ্রুততম নিষ্পত্তি: প্রধানমন্ত্রী

ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, 'সেবা প্রদান জনগণের প্রতি করুণা নয়, বরং জনগণের সেবা নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব। আমাদের লক্ষ্য একটি দুর্নীতিমুক্ত, হয়রানিমুক্ত, প্রযুক্তিনির্ভর ও নাগরিকবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা, যা দেশের টেকসই উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে।' মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবনে 'ভূমিসেবা মেলা-২০২৬'-এর উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, 'আজ থেকে হয়তো ১০০ বছর আগে, যে জমির মালিক ছিলেন মাত্র একজন, সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে সেই জমির মালিক হয়তো ১০০ কিংবা তারও বেশি। এভাবে ভূমির মালিকানা-শরিকানা যেমন বেড়েছে, স্বাভাবিকভাবেই জমির মালিকানা-সংক্রান্ত পুরো প্রক্রিয়াকে রেকর্ডে রাখার জন্য ভূমি কর্মকর্তাদের দায়িত্বও তেমন বেড়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মালিকানা, খাজনা, দলিল, খতিয়ান, দাগ, পর্চা, নামজারি, জমা-খারিজ, মৌজা, সিএস, আরএস বা ডিএস এই শব্দগুলোর সঙ্গে জমির মালিকমাত্রই কমবেশি পরিচিত। ফলে এসব বিষয়ে নিজেদের মালিকানা হালনাগাদ রাখতে মানুষকে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে আসতে হতো। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনাও আধুনিক হয়েছে।' ভূমি-জমি ব্যবস্থাপনা যত বেশি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করা যায়, জমিসংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পথও তত বেশি সহজ হয়ে যায়—উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনলাইন সুবিধা নিশ্চিত করায় জমি-সংক্রান্ত দুর্ভোগ অনেকটা লাঘব হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'একই সঙ্গে জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ভূমি অফিসগুলোতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যও কমবে। চলমান এই ভূমি মেলা আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণের নিজেদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করবে।' তারেক রহমান বলেন, 'দেশের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

১ জুলাই থেকে নতুন পে স্কেল কার্যকর : অর্থমন্ত্রী

আগামী ১ জুলাই থেকেই নবম জাতীয় পে স্কেল বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সোমবার দেশের গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আগামী অর্থবছরের শুরুতে অর্থাৎ ১ জুলাই থেকেই নতুন বেতনকাঠামো বাস্তবায়ন হবে। কিভাবে উত্তম উপায়ে তা করা যায়, সে বিষয়ে কাজ চলছে।' অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে স্কেল তিন ধাপে বাস্তবায়নের বিষয় নীতিগত সম্মতি দিয়েছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছে।এক গ্রুপ সরকারের এই সিদ্ধান্তে সায় দিলেও আরেকটি গ্রুপ বলছে ভিন্ন কথা। তাদের দাবি, পে স্কেল পুরোটাই এক ধাপে বাস্তবায়নের গেজেট প্রকাশ করতে হবে। এটি করা না হলে বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এতে সুবিধার চেয়ে সরকারি চাকুরেদের অসুবিধাই বেশি হবে। অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিসভা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, সরকার আগামী ১ জুলাই থেকে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন পে স্কেল বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরো প্রক্রিয়াটি তিন ধাপে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম ধাপে (২০২৬-২৭ অর্থবছর) নতুন বেতন কাঠামোর অধীন বর্ধিত মূল বেতনের ৫০ শতাংশ কার্যকর করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে (২০২৭-২৮ অর্থবছর) মূল বেতনের বাকি ৫০ শতাংশ কার্যকর করা হবে। তৃতীয় ধাপ—সব শেষে মূল বেতনের সঙ্গে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পুরোপুরি সমন্বয় করা হবে। প্রস্তাবিত বেতনকাঠামোর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—বর্তমানে বিদ্যমান ২০ গ্রেডের কাঠামোটিই বহাল থাকছে। প্রস্তাবিত কাঠামোতে সর্বনিম্ন মূল বেতন আট হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল বেতন ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ ৬০ হাজার টাকা করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর ফলে সার্বিকভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ১০০ থেকে ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীর ছুটি স্থগিত

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সব ধরনের ছুটি স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে। দেশে শিশুদের মধ্যে হামজনিত নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুমী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। আদেশে বলা হয়, আপদকালীন সময়ে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা এবং হাম প্রতিরোধে টিকাদান কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ও অধিদপ্তরাধীন সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের অর্জিত ছুটি ও নৈমিত্তিক ছুটি স্থগিত বা বাতিল করা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

ডুয়েট ক্যাম্পাস কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডুয়েটে নবনিযুক্ত উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসটি শাটডাউনের ঘোষণা দিয়েছে। এতে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে গাজীপুরে অবস্থিত ডুয়েট ক্যাম্পাসের সকল কার্যক্রম। আজ মঙ্গলবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এ ঘোষণা দেন। উপাচার্যকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে পঞ্চম দিনের মতো চলছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। পরবর্তী ঘোষণা দেয়ারর আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ডুয়েট ক্যাম্পাস কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে সংঘর্ষের ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ২৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ। শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশেষায়িত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় ডুয়েটের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা ভিন্ন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষক থেকেই উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া উচিত। এর আগে আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধ এবং ভিসিকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

ভারতের নাগরিকত্ব পেতে বাংলাদেশসহ ৩ দেশের জন্য নতুন নিয়ম

বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নাগরিকদের জন্য ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়ম আরও কঠোর করল দেশটির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এখন থেকে ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হলে এই তিন দেশের নাগরিকদের তাদের পাসপোর্টের বর্তমান অবস্থা স্পষ্ট করে জানাতে হবে এবং একটি বিশেষ ডিক্লারেশন জমা দিতে হবে। ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধি সংশোধন করে সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের নাগরিক হতে ইচ্ছুক কোনো বাংলাদেশি, পাকিস্তানি বা আফগান নাগরিকের কাছে নিজের দেশের কোনো বৈধ বা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট থাকা চলবে না। আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালীন যদি কারও কাছে বৈধ পাসপোর্ট থাকে, তবে আবেদনপত্রে তার বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পাসপোর্টের নম্বর, পাসপোর্ট ইস্যুর তারিখ, পাসপোর্টের মেয়াদের সময়সীমা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত: নাগরিকত্ব পাওয়ার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার কাছে থাকা বৈধ বা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্টটি ডাক বিভাগের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সুপার বা সুপারের কাছে জমা দেওয়ার লিখিত অঙ্গীকার করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধিমালার ১সি তফসিলের পর একটি নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ১সি তফসিলটি মূলত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৯.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

IRISH LEADERS CONDEMN ISRAEL'S DETENTION OF PRESIDENT'S SISTER

It is "unacceptable" that Irish citizens who were taking part in an aid flotilla to Gaza have been detained by Israel, the Irish PM has said. Dr Margaret Connolly, sister of Irish President Catherine Connolly, is one of the 12 citizens. The flotilla organizers said 10 boats in a 60-vessel convoy were intercepted in international waters and boarded by Israeli forces on Monday morning. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu said the raid was "effectively neutralizing a malicious plan designed to break the isolation we have imposed on Hamas terrorists in Gaza". President Connolly, who is on a three-day visit to England, has said the incident was "quite upsetting" and while very proud of her sister, she was "very worried about her". (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

KENYA SUSPENDS STRIKE AFTER TRANSPORT PARALYSIS OVER FUEL PRICES

Transport operators in Kenya have suspended their nationwide strike following talks with the government over rising fuel prices. The operators say the suspension will remain in place until next Tuesday to allow for further negotiations with the government. The move comes after the nationwide strike, which brought the capital Nairobi and other cities to a standstill, entered a second day on Tuesday. At least four people were killed and 30 injured in Monday's protests, with more than 700 arrested nationwide, according to the authorities. (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

TWO DEAD IN SPAIN SHOOTING, WITH BABIES REPORTEDLY AMONG INJURED

A 25-year-old man has been arrested on suspicion of killing his parents and injuring four others in a mass shooting in southern Spain, police have said. Authorities said the shooting was reported at 23:00 local time on Monday in the small town of El Ejido, near Almeria. Four others, including two children, were seriously injured and have been taken to hospital. One is believed to be the suspect's seven-month-old son, according to local media reports. The identities of the suspect and the victims have not been formally released by Spanish authorities. (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

THAILAND TO SLASH TOURIST VISA-FREE STAYS

Thailand's cabinet has approved a drastic reduction to its visa-free entry scheme for tourists from more than 90 countries. The decision, issued on Tuesday, shifts the country away from a sweeping 60-day visa exemption introduced in July 2024 to stimulate its post-pandemic recovery. That exemption was for areas that included the United States, Israel, parts of South America and Europe's 29-nation Schengen zone. Under the new framework, the government will revert to a tiered system, capping visa-free stays at 30 days while shortening permission for citizens of some countries to just 15 days. The policy reversal follows a series of high-profile arrests involving foreign nationals engaged in drug trafficking, human smuggling and running unauthorized local businesses, such as hotels and language schools. (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

WHO TO HOLD EMERGENCY COMMITTEE MEETING AS EBOLA DEATH RISES 131

The toll from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo (DRC) has risen to an estimated 131 deaths from 513 suspected cases, Health Minister Samuel Roger Kamba says. Previous figures from the epidemic, which the World Health Organization (WHO) has declared an international health emergency, were 91 people dead out of 350 suspected cases. The WHO chief said on Tuesday that he was "deeply concerned about the scale and speed of the epidemic", which has already started spreading into Uganda. A meeting of the WHO's Emergency Committee is scheduled for later on Tuesday to discuss the Ebola outbreak, Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said.
(BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

LEBANON AND SYRIA RESHAPE TIES AMID ISRAELI ATTACKS, REGIONAL SHIFTS

On May 9, Lebanon's Prime Minister Nawaf Salam made his second official visit to the Syrian capital Damascus since the fall of the al-Asaad regime in 2024. The trip came as both Lebanon and Syria suffer ongoing Israeli attacks and occupation of their territories. It also marks the continuation of a 'new framework' for relations between the two countries, analysts told the BBC. That followed years of Syria exerting its political and security influence over Lebanon, and the Lebanese group Hezbollah's military support for President Bashar al-Assad during Syria's civil war. "Damascus is farming the relationship as one between two sovereign and equal states, and it has matched the rhetoric with institutional moves like suspending in October the Lebanese-Syrian Higher Council that symbolized Syrian tutelage and operating embassies on both sides," Nanar Hawach, International Crisis Group's Senior Analyst for Syria, told the BBC. (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

FATHER-OF-EIGHT KILLED IN SAN DIEGO MOSQUE SHOOTING HAILED AS A HERO

The bravery of a security guard who was shot dead along with two other worshippers at a San Diego mosque on Monday prevented the attack from being much worse, say police. The guard was Amin Abdullah, a father of eight, a spokeswoman for the Council on American-Islamic Relations-San Diego (Cair-SD), Tazheen Nizam, told the BBC. "It's fair to say his actions were heroic," San Diego Police Chief Scott Wahl told a news conference. Abdullah and two others - whom Cair-SD named as Mansour Kaziha and Nader Awad - were killed by two yet-to-be-identified teenage attackers who then took their own lives, say police.
(BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

DEATH TOLL FROM ISRAELI STRIKES ON LEBANON PASSES 3,000: OFFICIALS

Lebanon's health ministry says the number of people killed in the country by Israeli strikes during the conflict between Israel and Hezbollah, which escalated at the beginning of March, has surpassed 3,000. It put the death toll at 3,020 on Monday, a grim milestone in the fighting that shows no sign of abating despite a fragile ceasefire. Lebanon was drawn into the war on 2 March, when the Iran-backed armed Shia Islamist group Hezbollah fired rockets at Israel after an Israeli strike killed Iran's supreme leader. The toll has continued to climb even after Lebanon and Israel agreed on Friday to extend their truce by 45 days, with the two sides set to resume negotiations at the beginning of June. The health ministry says more than 400 of the deaths have occurred since the ceasefire came into effect on 17 April - a period marked by repeated violations on both sides. The truce deal, brokered by the United States, allows Israel to carry out strikes it says are aimed at countering Hezbollah's military activity. (BBC News Web Page: 19/05/26, FARUK)

::THE END::